«الرايات السود من خراسان،

في مِحَكِّ علوم الحديث»

হাদিস শাস্ত্রের নিরিখে

খোরাসানের কালোপতাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

'ইমাম মাহদীর সাহায্যার্থে খোরাসান হতে কালোপতাকাবাহী বাহিনী আসবে' এ হাদিস নিয়ে আমরা অনেকেই প্রান্তিকতার শিকার, কেউ এই হাদিসকে সহিহ মনে করে এটাকেই তালেবান-আলকায়েদার হকের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দলিল মনে করে। আবার কেউ এ হাদিসকে যয়ীফ সাব্যস্ত করে একে পুঁজি বানিয়ে তালেবান-আলকায়েদাকে বাতিল সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে।

উভয় ধরণের প্রান্তিকতা থেকে সতর্ক করার জন্যই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। এতে ইনশাআল্লাহ কালোপতাকার হাদিস সহিহ না যয়ীফ এবং এ হাদিসের ব্যাপারে ইমামদের বক্তব্য কি? এ সম্পর্কেও অবগতি লাভ করা যাবে, পাশাপাশি কিতাবের শুরুতে "দুটি মৌলিক বিষয়" শিরোনামের লেখাটি পড়ে নিলে কালোপতাকার হাদিসের ব্যাপারে শরিয়তের মূলনীতি কি? তা সহিহ বা যয়ীফ হওয়া কোন দলের হক বা বাতিল হওয়ার দলিল কি না? এ ব্যাপারেও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করা যাবে না, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন। সত্যকে জানা ও গ্রহণ করার তাওফিক দান করুন।

«اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَأَلْهِمْنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، وَأَلْهِمْنَا اجْتِنَابَهُ»

সূচীপত্র

দুটি মৌলিক বিষয়

এক. খোরাসানের কালোপতাকার ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসসমূহের উপর শরিয়তের কোন বিধান নির্ভরশীল নয় এবং তা কোন দলের সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাপকাঠিও নয়। বরং কোন দল হক বা বাতিল হওয়ার একমাত্র মানদন্ড হলো শরিয়ত, যদি সে দল শরিয়তের অনুসারী হয় তবে তা হক, নতুবা বাতিল। এজন্যই ইমামগণ ফাযায়েল, যুহদ ইত্যাদির মতো মালাহিম তথা ভবিষ্যত যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসের ব্যাপারেও কঠোরভাবে যাচাই-বাছাই করেননা। কেননা এ ধরণের হাদিসগুলোর সাথে শরিয়তের আহকামের কোন সম্পর্ক নেই। ইমাম যাহাবী রহ. 'ইবনে লাহিয়াহ'র ব্যাপারে বলেন,

«وبعض الحفاظ يروي حديثه، ويذكره في الشواهد والاعتبارات، والزهد، والملاحم، لا في الأصول، وبعضهم يبالغ في وهنه، ولا ينبغي إهداره، وتتجنب تلك المناكير، فإنه عدل في نفسه». (سير أعلام النبلاء: ٨ :١٤)

"কোন কোন মুহাদ্দিস তার হাদিস বর্ণণা করেন, এবং যুহদ-দুনিয়াবিমুখীতা, মালাহিম-ভবিষ্যতযুদ্ধ ও অন্য হাদিসের সমর্থক হিসেবে তা উল্লেখ করেন। কিন্তু কেউ কেউ তাকে খুব বেশি যয়ীফ বলে (এসব ক্ষেত্রেও) তার হাদিস গ্রহণ করেন না। এটা ঠিক নয়, কেননা তিনি বাস্তবে সত্যবাদী, তবে তার মুনকার রেওয়ায়েতগুলো থেকে বেঁচে থাকতে হবে।"[1]

শায়েখ নাসের বিন হামদ আলফাহদ ফাক্কাল্লাহু আসরাহু বলেন,

أما إذا جاء الواقع مطابقاً لما ذكر في بعض الأحاديث الضعيفة فأهل العلم على قولين: الأول : أن هذا لا يصحح الحديث، بل الضعيف يبقى على ضعفه.

---

[1] : সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৮/১৪

[2] : 'হাওলা আহাদিসিস সুফয়ানি', পৃ: ২

[3] : শায়েখ মুস্তফা আদাবী তার রচিত 'আসসহিহ আলমুসনাদ মিন আহাদিল ফিতান' (পৃ: ৭) কিতাবে এমনটাই দাবী

والقول الثاني : أن هذا يدل على أن هذا الحديث صحيح، أو أن له أصلاً صحيحاً؛ لأنه قد ثبت في الصحيح من حديث حذيفة أنه قال: «قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاماً ما ترك شيئا يكون من مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به؛ حفظه من حفظه، ونسيه من نسيه». وثبت أيضاً في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: «حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين: فأما أحدهما فبثثته فيكم، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا الحلقوم». وقال مكحول رحمه الله: كان أبو هريرة يقول: «رب كيس عند أبي هريرة لم يفتحه». وغير هذا من الأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه عن الملاحم والفتن، ولكن لم يعتن الصحابة ومن بعدهم بنشرها وجمعها لأنها لا يترتب عليها عمل، فإذا جاء الواقع مطابقا لما ورد في الحديث الضعيف فإنه يدل على صحة أصله، وهؤلاء يجعلون أحاديث الملاحم كأحاديث السيرة والتاريخ، ولا يعاملونها معاملة أحاديث الأحكام من ناحية التشدد في النظر في الأسانيد. ... والله تعالى أعلم. (حول أحاديث السفياني: ص: ٢ نسخة منبر التوحيد والجهاد).

"ফিতান ও মালাহিমের ব্যাপারে বর্ণিত যয়ীফ হাদিস যখন বাস্তবতার সাথে মিলে যায়, তখন এ ব্যাপারে আলেমদের দুটি মত রয়েছে,

১. বাস্তবতার সাথে মিলে যাওয়ার কারণে হাদিস সহিহ বলে প্রমাণিত হবে না। বরং যয়ীফই থাকবে।

২. বাস্তবতার সাথে মিলে গেলে হাদিস সহিহ সাব্যস্ত হবে। কেননা সহিহ হাদিসে এসেছে, হুযাইফা রাযি. বলেন, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাড়িয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যত (বড় বড় ঘটনা) ঘটবে সবগুলোর বিবরণ দেন। যারা তা মনে রাখার তারা মনে রেখেছে, আর যারা ভুলে যাওয়ার তারা ভুলে গেছে"। আবু হুরাইরা রাযি. থেকে সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, "আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দুই থলি (দুই ধরণের) হাদিস মুখস্ত করেছি। এর মধ্যে প্রথমটি (যা আহকামের সাথে সম্পৃক্ত তা) আমি তোমাদের মাঝে প্রচার করেছি। কিন্তু যদি আমি দ্বিতীয়টি প্রচার করি তবে আমার গলা কেটে দেওয়া হবে। মাকহুল রহ. বলেন, আবু

হুরাইরা রাযি বলতেন, "আবু হুরাইরার নিকট এমন অনেক থলি ছিল যা সে খুলেনি (অর্থাৎ শরিয়তের আহকামের সাথে সম্পৃক্ত না হওয়ার কারণে তিনি অনেক হাদিস বর্ণণা করেননি)। এ হাদিসগুলো প্রমাণ করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের ফিতান ও মালাহিমের ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছেন। কিন্তু সেগুলোর সাথে আমলের সম্পর্ক না থাকায় সাহাবী ও তাদের পরবর্তী প্রজন্মের আলেমগণ সেগুলোর প্রচার ও সংরক্ষণে ততটা গুরুত্ব দেননি, সুতরাং যখন যয়ীফ হাদিস বাস্তবতার সাথে মিলে যাবে তখন তা হাদিসটি সহিহ হওয়ার দলিল হবে।

দ্বিতীয় মতের আলেমগণ মালাহিম-ভবিষ্যতযুদ্ধের হাদিসগুলোকে সীরাত ও ইতিহাসের মতই মনে করেন এবং আহকামের হাদিসের মত এ হাদিসগুলোর সনদ নিয়ে কঠোরতা করেন না।"[2]

আলহামদুলিল্লাহ বর্তমানে আলকায়েদা-তালেবান যেহেতু শরিয়তের অনুসারী তাই কালোপতাকার হাদিস সহিহ না হলেও তারা হক। কেউ যদি তাদেরকে বাতিল মনে করে তবে তারা শরিয়ত পরিপন্থী কি কি কাজ করে তা দলিলসহ পেশ করুক।

কিন্তু এই ধারণা নিতান্তই ভুল যে, আলকায়েদা-তালেবান গড়ে উঠেছে কালোপতাকার হাদিসের উপর ভিত্তি করে, তাই কালোপতাকার হাদিস যয়ীফ সাব্যস্ত হলেই তারা বাতিল প্রমাণিত হবে। যেমনটা কোন কোন জিহাদ বিরোধী আলেম দাবী করে থাকেন।[3]

---

[2] : 'হাওলা আহাদিসিস সুফয়ানি', পৃ: ২

[3] : শায়েখ মুস্তফা আদাবী তার রচিত 'আসসহিহ আলমুসনাদ মিন আহাদিল ফিতান' (পৃ: ৭) কিতাবে এমনটাই দাবী করেছেন। তিনি বলেন,

هذا ، وقد كَثُر تداول أحاديث الفتن على الألسنة ، ورتبت جماعاتٌ
أُسسها على أحاديث منها ، وأغلب هذه الأحاديث لا تكاد تثبت ، بل لا
تثبت – عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ثم يأتي بعد ذلك

আসলে এটা একটি হক দলকে বাতিল বলা ও জিহাদ বিরোধীতারই অপকৌশল। নতুবা আলকায়েদা ও তালেবানের হক হওয়ার ব্যাপারে তো অসংখ্য আয়াত, হাদিস ও তার ব্যাখ্যায় পূর্ববর্তী আলেমদের বক্তব্য রয়েছে। যা আলকায়েদার সাথে সংশ্লিষ্ট আলেমগণ দিনরাত প্রচার করছেন। সেগুলোকে গোপন করে বা সেগুলোর অপব্যাখ্যা করে শুধু একটি বিতর্কিত হাদিসকে আলকায়েদা-তালেবানের স্বপক্ষে একমাত্র দলিল হিসেবে পেশ করা কত বড় ইলমী খেয়ানাত। এটা তো ইহুদীদের স্বভাব, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا﴾. (سورة الأنعام، ٩١)

"তারা আল্লাহ তায়ালা যথাযথ সম্মান করেনি, যখন তারা বললো, আল্লাহ তায়ালা কোন মানুষের উপর কোন কিছুই অবতীর্ণ করেননি। আপনি (ওদের) বলুন, (তাহলে) মুসা আলোকবর্তিকা ও পথপ্রদর্শক রুপে যে কিতাব নিয়ে এসেছিলেন, তা কে অবতীর্ণ করেছিল? তোমরা যাকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করো, তার কিছু অংশ প্রকাশ করো আর বেশিরভাগ গোপন করো।"[4]

আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সা'দী রহ. বলেন,

«جعلوا يتناسخونه في القراطيس، ويتصرفون فيه بما شاءوا، فما وافق أهواءهم منه، أبدوه وأظهروه، وما خالف ذلك، أخفوه وكتموه، وذلك كثير». (تفسير السعدي: ص٢٦٤ ط. الرسالة)

"ফিতানের হাদিসের চর্চা ব্যাপকভাবে হচ্ছে এবং ফিতানের কিছু হাদিসের উপর ভিত্তি করে অনেক দলও গড়ে উঠেছে। অথচ এ হাদিসগুলোর অধিকাংশই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত নয়।"

[4] : সুরা আনয়াম, ৯১

“তারা তাওরাতকে কাগজে লিপিবদ্ধ করে এবং তাতে যেভাবে ইচ্ছা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে, যা তাদের মনমত হয় তা প্রকাশ করে, আর যা প্রবৃত্তির খেলাফ হয় তা গোপন করে। এভাবে গোপন করা বিষয়ের সংখ্যা অনেক।”[5]

আর আলকায়েদা-তালেবান তাদের প্রতীক হিসেবে কালোপতাকা বেছে নেওয়া খোরাসানের কালোপতাকার ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসের কারণে নয়। বরং এর মূল কারণ হলো সুন্নাহর অনুসরণ, কেননা একাধিক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকা ছিল কালো বর্ণের। নিচের হাদিসগুলো লক্ষ্য করুন-

عن الحارث بن يزيد البكري، قال: «قدمت المدينة فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس، وإذا رايات سود تخفق، وإذا بلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها....». رواه الترمذي : (٣٢٧٤)، وقال الشيخ عوامة في تعليقاته على «مصنف ابن أبي شيبة» (١٨ : ١٩٤) : «هذا إسناد حسن». ورواه أيضا الإمام أحمد في «المسند» (١٥٩٥٣) وقال محققه الشيخ شعيب الأرنؤوط (٢٥ : ٣٠٥) : (إسناده حسن من أجل سلام أبي المنذر- وهو ابن سليمان النحوي القارىء-، وعاصم بن أبي النجود، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين)

“হারেস বিন ইয়াযীদ বলেন, আমি মদীনায় এসে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলাম, তখন তা লোকে লোকারণ্য ছিল এবং আমি দেখতে পেলাম (সেখানে) কালোপতাকা পতপত করে উড়ছে এবং বেলাল রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে তরবারী সজ্জিত হয়ে দাড়িয়ে আছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি? কি হয়েছে? লোকেরা

[5] : তাফসীরে সা’দী, পৃ: ২৬৪

বললো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর বিন আস রাযি. কে যুদ্ধে প্রেরণ করবেন।"[6]

يونس بن عبيد، مولى محمد بن القاسم قال: بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب أسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «كانت سوداء مربعة من نمرة». رواه الترمذي (١٦٨٠) وقال: «وهذا حديث حسن غريب». وقال الترمذي أيضا في «العلل الكبير» : (ص٢٧٧) : «سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن». وقال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٤/ ٤٨٢ ط. دار المعرفة، ١٣٨٢ هـ) : «حديث حسن».

"মুহাম্মদ বিন কাসেমের আযাদকৃত দাস ইউনুস বিন উবাইদ বলেন, মুহাম্মদ বিন কাসেম আমাকে বারা বিন আযেবের কাছে পাঠান, তাকে রাসুলের পতাকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য। তখন বারা বলেন, রাসুলের পতাকা ছিল সাদা ডোরাকাটা কাপড় দিয়ে তৈরী কালো রঙ্গের চতুর্ভুজ আকৃতির।"[7]

عن ابن عباس قال: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء، ولواؤه أبيض. رواه الترمذي: (١٦٨١) وقال: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس).

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকা ছিল কালো এবং লিওয়া-নিশান[8] ছিল সাদা।[9]

---

[6] : সুনানে তিরমিযি, ৩২৭৪ মুসনাদে আহমদ, ১৫৯৫৩ শায়েখ আওয়ামা ও শায়েখ শুয়াইব আরনাউত হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। -মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, তাহকীক শায়েখ আওয়ামা, ১৮/১৯৪ মুসনাদে আহমদ, তাহকীক শুয়াইব আরনাউত, ২৫/৩০৪

[7] : -জামে' তিরমিযি, ১৬৮০ ইমাম বুখারী, ইমাম তিরমিযি এবং হাফেয যাহাবী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। -দেখুন, জামে তিরমিযি, ১৬৮০ সংখ্যক হাদিস, আলইলালুল কাবির, ইমাম তিরমিযি, পৃ: ২৭৭ মিযানুল ইতিদাল, ৪/৪৮২

[8] : ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবী রহ. বলেন,

«اللواءُ غيرُ الرايةِ، فاللواءُ ما يُعقدُ في طرفِ الرمحِ ويُلوى عليه، والرايةُ ما يُعقدُ فيه ويُترك حتى تصفقه الرياح .... وقيل: اللواءُ العَلَمُ الضخمُ، والعَلَمُ علامةٌ لمحلِّ الأميرِ يدورُ معهُ حيثُ دار، والرايةُ يتولاها صاحبُ الحربِ». كذا في فتح الباري: (٦ : ١٢٦ ط. دار الفكر)

ইমাম সারাখসী রহ. বলেন,

قال: **وينبغي أن تكون ألوية المسلمين بيضا والرايات سودا،** على هذا جاءت الأخبار.

ثم اللواء اسم لما يكون للسلطان، والراية اسم لما يكون لكل قائد تجتمع جماعة تحت رايته. **وإنما استحب في الرايات السواد لأنه علم لأصحاب القتال، وكل قوم يقاتلون عند رايتهم، وإذا تفرقوا في حال القتال يتمكنون من الرجوع إلى رايتهم، والسواد في ضوء النهار أبين وأشهر من غيره خصوصا في الغبار.** فلهذا استحب ذلك. فأما من حيث الشرع فلا بأس بأن تجعل الرايات بيضا أو صفرا أو حمرا....

واللواء لا يكون إلا واحدا في كل جيش، ورجوعهم إليه عند حاجتهم إلى رفع أمورهم إلى السلطان. فيختار الأبيض لذلك ليكون مميزا من الرايات السود التي هي للقواد. (شرح السير الكبير: ١ : ٥٢ – ٥٣ «باب الرايات والألوية»، ط. العلمية).

"ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, মুসলিমদের লিওয়া-নিশান সাদা হওয়া এবং রায়াহ-পতাকা কালো রঙ্গের হওয়া উত্তম। বিভিন্ন হাদিসে এমনটাই বর্ণিত হয়েছ"।

এরপর এ বিষয়ে কিছু হাদিস বর্ণণা করার পরে বলেন, "লিওয়া-নিশান বলা হয় বাদশাহর পতাকাকে, আর রায়াহ-পতাকা বলা হয় প্রত্যেক সেনাপতির পতাকাকে, যার নিচে একদল যোদ্ধা জড়ো হয়।

পতাকা কালো হওয়া মুস্তাহাব এ কারণে যে, পতাকা হলো যোদ্ধাদের জন্য নিদর্শণস্বরুপ আর (সুন্নত তরীকা হলো) প্রত্যেক গোত্র তাদের পতাকাতলে যুদ্ধ করা। যখন তারা যুদ্ধ করতে করতে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে তখন পতাকা কালো হলে তাদের জন্য পতাকাতলে ফিরে

"লিওয়াহ-নিশান আর রায়াহ-পতাকা ভিন্ন ভিন্ন। লিওয়া হলো ঐ বড় নিশান যা বর্শার মাথায় বেঁধে পেচিয়ে রাখা হয়। আর রায়াহ বর্শায় বেঁধে ছেড়ে রাখা হয় যার কারণে তা বাতাসে উড়তে থাকে। ভিন্নমতে, লিওয়া বলা হয় বড় নিশানকে যা আমিরের স্থান নির্দেশ করে এবং তার সাথে সাথে থাকে আর রায়াহ বলা হয় ঐ (ছোট) পতাকাকে যা সেনাপতির সাথে থাকে।"-ফাতহুল বারী, ৬/১২৬

[9] : জামে' তিরমিযি, ১৬৮১ ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

আসা সম্ভব হবে। কেননা কালোপতাকা দ্বীনের আলোতে অন্য রঙ্গের তুলনায় বেশি চোখে পড়ে, বিশেষকরে (যুদ্ধের কারণে উৎক্ষিপ্ত) ধুলোবালির মাঝে। একারনেই যুদ্ধে পতাকার রঙ্গ কালো হওয়া পছন্দনীয়। নতুনা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে সাদা, হলুদ ও লাল বর্ণের পতাকা ব্যবহার করতেও কোন সমস্যা নেই। আর লিওয়া-নিশান পুরো বাহিনীতে একটিই হয়, আর এর প্রয়োজন দেখা দেয় যুদ্ধের বিষয়াদী ইমামের নিকট পৌঁছানোর জন্য তার কাছে আসার ক্ষেত্রে। তাই এর রঙ্গ সাদা হওয়া উত্তম। যেন সেনাপতিদের পতাকা থেকে আলাদা করে তাকে চেনা সম্ভব হয়।"[10]

এজন্যই তালেবান-আলকায়েদা তাদের পতাকায় নিচের লেখাটি রেখেছে,

চিত্র: ১. নবীজির ব্যবহৃত সীলমোহর   চিত্র: ২. তালেবান-আলকায়েদার পতাকার লোগো

অথচ খোরাসানের কালোপতাকায় কোন কিছু লেখা থাকার কথা হাদিসে নেই। কিন্তু যেহেতু সহিহ বুখারী ও মুসলিমের হাদিসে এসেছে, নবীজির সীলমোহর এমন ছিল,[11] তাই রাসুলের অনুসরণে তালেবান-আলকায়েদা তাদের পতাকার লোগো হিসেবে উক্ত লেখাটি

---

[10] : শরহুস সিয়ারিল কাবির, ১/৫২-৫৩

[11] : আনাস রাযি. বলেন,

وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر»

রাসুলের আংটিতে তিনটি ছত্র উৎকীর্ণ ছিল, (প্রথম) ছত্র- মুহাম্মদ, (দ্বিতীয়) ছত্র-রাসুল, তৃতীয় ছত্র-আল্লাহ।

অপর বর্ণণায় এসেছে, «نقشه: محمد رسول الله» "আংটির নকশা ছিল, মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ"। -দেখুন, সহিহ বুখারী, ৬৫ সহিহ মুসলিম, ২০৯২

ব্যবহার করেছে। তেমনিভাবে তারা নিজেদের পতাকায় কালিমাও যুক্ত করেছে, যদিও খোরাসানের কালো পতাকায় কালিমা থাকার কথা নেই, কেননা একটি যয়ীফ হাদিস অনুযায়ী রাসুলের পতাকায় কালিমা লেখা ছিল,[12]

তাছাড়া খোরাসানের কালোপতাকার হাদিসকে তো খোদ তালেবান-আলকায়েদার সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক মাশায়েখও যয়ীফ বলেছেন।[13] তাহলে কিভাবে তাদের ভিত্তি কালোপতাকার হাদিসের উপর হবে?

দুই. কালোপতাকার ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসের ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ তাকে সহিহ বলেছেন, কেউ যয়ীফ বলেছেন। উভয় পক্ষেই হাদিস শাস্ত্রের বরেণ্য ইমামগণ রয়েছেন।

যদিও আমাদের মতে কালোপতাকার হাদিস সহিহ এবং যারা হাদিসটির উপর বিভিন্ন আপত্তি করে তাকে যয়ীফ বলেছেন তাদের আপত্তিগুলো সঠিক নয়, তাই আমরা সেগুলোর উত্তরও দিবো ইনশাআল্লাহ, তথাপিও যেহেতু বিষয়টি ইজতেহাদী, এক্ষেত্রে মতপার্থক্যের অবকাশ রয়েছে, তাই যদি কেউ তাদের তাকলীদ-অনুসরণ করে হাদিসটিকে যয়ীফ বলে তবে তাহলে তাকেও আমরা কোন দোষারোপ করবো না।

আমাদের অভিযোগ তো তাদের বিরুদ্ধে যারা ইমামদের মতের বিপরীত তাদের মতকেই চূড়ান্ত বলে দাবী করে। কালোপতাকার হাদিসকে যে সকল ইমামগণ সহিহ বলেছেন তাদের মতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে হাদিস যয়ীফ হওয়ার শতভাগ নিশ্চিত দাবী করে।

---

[12] : হাফেয ইবনে হাযার রহ. বলেন,

«وروى أبو الشيخ من حديث ابن عباس: «كان مكتوبا على رايته: لا إله إلا الله محمد رسول الله». وسنده واهٍ. (فتح الباري: ٦/ ١٢٧)

শায়েখ নাবিল বিন মানসুর বলেন,

«أخرجه ابن عدي (٢/ ٦٥٨) وأبو الشيخ (ص ١٤٣ و ١٤٤) عن أحمد بن موسى بن زنجويه المخرمي، ثنا محمد بن أبي السري العسقلاني، ثنا ابن وهب، ثنا محمد بن أبي حميد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وإسناده ضعيف لضعف محمد بن أبي حميد». (أنيس الساري في تخريج أحاديث فتح الباري: ٣ : ١٨١٢)

[13] : মিম্বারুত তাওহিদ ওয়ালজিহাদ থেকে দেখুন, 'মুন্তাদাল আসয়িলাহ', প্রশ্ন নং: ৩৯৭৩ 'হাওলা আহাদিসিস সুফআনী', শায়েখ হামদ বিন নাসের এবং «لم يكلفنا الله بمعرفة شخص المهدي قبل خروجه» পৃ: ৭

বরং এতেও ক্ষান্ত না হয়ে একে পুঁজি করে চলমান জিহাদকে বাতিল প্রমাণ করার চেষ্টা করে। কিংবা কালোপতাকার হাদিস নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে,[14] অথচ রাসূলের হাদিস নিয়ে ঠাট্টা করা কুফরী। যদি কালোপতাকার হাদিস যয়ীফ হয় তবুও যয়ীফ হাদিস আর মওযু হাদিস তো এক নয়। যয়ীফ হাদিস রাসূলের কথা হওয়া বা না হওয়া উভয়টিরই সম্ভাবনা আছে। সুতরাং অন্তরে আল্লাহ তায়ালার ভয় থাকলে কোন মুমিন যয়ীফ হাদিস নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে পারে না।

আল্লাহ আমাদের এধরণের প্রান্তিকতা থেকে রক্ষা করুন, দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন। উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থে একতার লক্ষ্যে ইজতেহাদী বিষয়ে উদারমনা হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন।

[14] : নব্যসালাফী শায়েখ আবু বকর যাকারিয়া এক প্রোগ্রামে এমনটাই করেছে, সে বলেছে, "কোথা থেকে কোন কালোপাগড়ী না সবুজ পাগড়ী আসবে" ... স্পষ্টতই সে এখানে ব্যাঙ্গ করে কালোপতাকাকে 'কালোপাগড়ী না সবুজ পাগড়ী' বলেছে। এই লিংক থেকে তার জঘন্য ভিডিওটি দেখতে পারেন- https://www.youtube.com/watch?v=0L35Wzk-iX4

খোরাসানের কালোপতাকার ব্যাপারে বর্ণিত প্রথম হাদিস

حدثنا محمد بن يحيى، وأحمد بن يوسف، قالا: حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقتتل عند كنزكم ثلاثة، كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق، فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم». ثم ذكر شيئا لا أحفظه، فقال: «فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله، المهدي».

رواه ابن ماجه في سننه : (٤٠٨٤) والبزار في مسنده : (٤١٦٣) والحاكم في المستدرك: (٨٥٣١)

وقال الحافظ البزار: «وهذا الحديث قد روي نحو كلامه من غير هذا الوجه بهذا اللفظ وهذا اللفظ لا نعلمه إلا في هذا الحديث وإن كان قد روي أكثر معنى هذا الحديث فإنا اخترنا هذا الحديث لصحته وجلالة ثوبان وإسناده إسناد صحيح».

وقال الحاكم:«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين».

وقال الحافظ الذهبي في «تلخيص المستدرك» : «على شرط البخاري ومسلم».

وقال الحافظ ابن كثير في «النهاية في الفتن» (١ : ٥٥ ط: دار الجيل: ١٤٠٨) : «وهذا إسناد قوي صحيح».

وقال الحافظ البوصيري في «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» (٤/ ٢٠٤ ط. دار العربية: ١٤٠٣هـ) : (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات).

وقال الشيخ نبيل بن منصور في «أنيس الساري في تخريج أحاديث فتح الباري» : (رقم الحديث: ٤٧٤٧) : «قلت: وهو كما قالا، -أي ابن كثير والبوصيري - وأبو قلابة سمع من أبي أسماء، وأبو أسماء سمع من ثوبان».

وقال الشيخ الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» : (١ :١٩٧ ط. دار المعارف ١٤١٢ هـ) : «الحديث صحيح المعنى، دون قوله: فإن فيها خليفة الله المهدي، فقد أخرجه ابن ماجه (٢ / ٥١٧ ـ ٥١٨) من طريق علقمة، عن ابن مسعود مرفوعا نحو رواية ثوبان الثانية، وإسناده حسن بما قبله، فإن فيه يزيد بن أبي زياد، وهو مختلف فيه فيصلح للاستشهاد به».

قال الراقم: قد احتج به الحافظ في تعيين معنى ومصداق حديث آخر، كما سيأتي في ص: ٢٧، وهذا يدل على صحة الحديث عنده، وإلا لم يحتج به.

হাদিসের অর্থ:- "তোমাদের এই গুপ্তধনের নিকট তিনজন বাদশাহর ছেলে যুদ্ধ করবে, কিন্তু তারা কেউ তা কবজা করতে পারবে না। অতপর পূর্বদিক হতে কালোপতাকার আবির্ভাব হবে, তারা তোমাদের এমনভাবে হত্যা করবে যা (ইতিপূর্বে) কোন জাতি করেনি। এরপর রাসূল কোন কিছু বললেন, (যা আমার স্মরণ নেই)। তোমরা যখন তাকে দেখতে পাবে তখন তার হাতে বাইয়াত হয়ে যাবে, কেননা সে হবে যমিনে আল্লাহর প্রতিনিধি (ইমাম) মাহদী।"[15]

হাদিসের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা:-

ক. ইবনে কাসীর রহ. বলেন, "হাদিসে উল্লিখিত ধনভান্ডার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাবা শরিফের নিচে রক্ষিত ধনভান্ডার"। তবে হাফেয ইবনে হাযার রহ. এর বক্তব্য থেকে বুঝে আসে, এ ধনভান্ডার দ্বারা ফোরাত নদীর পানি শুকিয়ে যে ধনভান্ডার প্রকাশ পাবে তাও উদ্দেশ্য হতে পারে।[16]

খ. যদিও এ হাদিসে খোরাসানের কালোপতাকাধারী বাহিনীতে ইমাম মাহদীর থাকার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এ কারণে ইমাম মাহদী খোরাসান হতেই বের হবেন এমনটা আবশ্যক না, কেননা হাদিসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী বলেছেন, "যারা ইমাম মাহদীর সাহায্যার্থে

[15] : সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪০৮৪ মুসনাদুল বাযযার, ৪১৬৩
[16] : আননিহায়া ফিল ফিতান, ১/৫৫ ফাতহুল বারী, ১৩/৮০

তার ডাকে সারা দিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করবে তাদের একটি দল খোরাসান হতে আসবে।"[17] তাছাড়া একাধিক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, ইমাম মাহদীর বাইয়াত হবে বাইতুল্লাহর নিকটে। তবে সে হাদিসগুলোও বিতর্কিত। তাই নির্দিষ্ট কোন স্থানকে তার আবির্ভাবের স্থান হিসেবে চিহ্নিত না করাই যুক্তিযুক্ত।

হাদিসের মান:- ইমাম বাযযার, (মৃত্যু: ২৯২ হি.) হাফেয আবু আব্দুল্লাহ আলহাকেম, (মৃত্যু: ৪০৫) ইমাম যাহাবী, ইমাম ইবনে কাসীর, হাফেয বুসীরী, ও শায়েখ নাবিল বিন মানসুর সকলেই হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। শায়েখ আলবানী হাসান বলেছেন। হাফেয ইবনে হাযার এ হাদিস দিয়ে একটি বিষয়ে দলিল পেশ করেছেন, যা ২৭ নং পৃষ্ঠায় আসবে। এ থেকে বুঝে আসে যে হাদিসটি তার নিকটও সহিহ, নতুবা তিনি হাদিসটি দলিলরূপে পেশ করতেন না।[18]

তবে ইমাম ইসমাঈল বিন উলাইয়্যাহ, ইমাম বাইহাকী ও শায়েখ শুয়াইব আরনাউত হাদিসটিকে যয়ীফ বলেছেন, হাদিসের উপর কিছু আপত্তি করেছেন। যার বিস্তারিত বিবরণ পর্যালোচনা সহ 'হাদিসের উপর উত্থাপিত কিছু আপত্তির জবাব' এই শিরোনামে আসবে ইনশাআল্লাহ।

[17] : মেরকাত, ৮/৩৪৪৭

[18] : দেখুন, মুসনাদুল বাযযার, মাকতাবাতুল উলুমি ওয়াল হিকাম, ১০/১০০, মুস্তাদরাকে হাকেম, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ৪/৫১০ আননিহায়া ফিল ফিতান, দারুল জিল, ১/৫৫ মিসবাহুয যুজাজাহ, দারুল আরাবিয়্যাহ, ৪/২০৪ আনিসুস সারী, মুয়াসসাসাতুল রাইয়ান, ৯/৬৭৩৬ সিলসিলাতুস আহাদিসিল যয়ীফাহ, দারুল মাআরিফ, ১/১৯৭

أحوال رجال الإسناد:

١ – « محمد بن يحيى» هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب، وصفه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٢٣ : ٢٦٣) بقوله: «الإمام، العلامة، الحافظ، البارع، شيخ الإسلام، وعالم أهل المشرق، وإمام أهل الحديث بخراسان، أبو عبد الله الذهلي مولاهم، النيسابوري». وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب (ص٥١٢) : « ثقة حافظ جليل ... خ ٤».

٢ – «عبد الرزاق» هو الإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام بن نافع، قال الحافظ في «فتح الباري» (١ : ٤٢٠) : (أحد الحفاظ الأثبات، صاحب التصانيف، وثقه الأئمة كلهم، إلا العباس بن عبد العظيم العنبري وحده، فتكلم بكلام أفرط فيه ولم يوافقه عليه أحد، وقد قال أبو زرعة الدمشقي: «قيل لأحمد: من أثبت في ابن جريج: عبد الرزاق أو محمد بن بكر البرساني؟ فقال: عبد الرزاق». وقال عباس الدوري، عن ابن معين: «كان عبد الرزاق أثبت في حديث معمر من هشام بن يوسف». وقال يعقوب بن شيبة، عن علي بن المديني، «قال لي هشام بن يوسف: كان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا»، قال يعقوب: «كلاهما ثقة ثبت». وقال الذهلي: «كان أيقظهم في الحديث وكان يحفظ». وقال ابن عدي: «رحل إليه ثقات المسلمين، وكتبوا عنه، إلا أنهم نسبوه إلى التشيع، وهو أعظم ما ذموه به، وأما الصدق فأرجو أنه لا بأس به». وقال النسائي: «فيه نظر لمن كتب عنه بآخرة كتبوا عنه أحاديث مناكير». وقال الأثرم، عن أحمد: «من سمع منه بعد ما عمي فليس بشيء، وما كان في كتبه فهو صحيح، وما ليس في كتبه فإنه كان يلقن فيتلقن». قلت: – القائل: ابن حجر – احتج به الشيخان في جملةٍ مِن حديثِ مَن سمع منه قبل الاختلاط، وضابط ذلك من سمع منه قبل المائتين، فأما بعدها فكان قد تغير، وفيها سمع منه أحمد بن شبويه فيما حكى الأثرم عن أحمد، وإسحاق الديري، وطائفة من شيوخ أبي عوانة، والطبراني ممن تأخر إلى قرب الثمانين ومائتين، وروى له الباقون). انهى كلام الحافظ ابن حجر.

وقال الإمام صلاح الدين العلائي في «المختلطين» (ص: ٧٥): (قال ابن الصلاح: إنه استنكر كثيرا من حديث إسحاق الدبري عنه، لأنه كتب عنه في آخر عمره، وبالجملة فهو حجة على الإطلاق).

وقال الحافظ في تقريب التهذيب: (ص: ٣٥٤) : «عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الحميري مولاهم، أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع .... ع».

وقال الشيخ عوامة مُعَلِّقًا عليه : «إن ما وصل إلينا من حديثه فهو من مصنفاته التي كتبها حال سلامته، وليست عن طريق السماع المباشر منه ليطرأ عليها احتمال التلقين، وقد أثنى الإمام أحمد على كتب عبد الرزاق فقال: «كان يتعاهد كتبه» وقال: «وما كان في كتبه فهو صحيح». كما في «هدي الساري» و«التهذيب».

وقال الإمام الذهبي في الكاشف : «عبد الرزاق بن همام بن نافع، الحافظ، أبو بكر الصنعاني، أحد الاعلام، .... صنف التصانيف، ... ع».

وقال الشيخ عوامة معلقا عليه أيضا: «والتشيع في عُرفهم: محبة عليٍ وتقديمه على الصحابة إلا أبا بكر وعمر، فإن قدَّمه عليهما كان غاليا في تشيُّعه، وعليٌّ مُقدَّم عند أهل السنة على الصحابة جميعا إلا أبا بكر وعمر و عثمان حسبما استقر رأيهم عليه، فيكون خلاف عبد الرزاق مع غيره في تقديم علي على عثمان أولا، وفي «تهذيب التهذيب» ترجمة عبيد الله بن موسى أحد ثقات الشيعة ٧ : ٥٣ : «تركه أحمد لتشيّعه، وقد عوتب عن روايته عن عبد الرزاق، فذكر أن عبد الرزاق رجع». وفي «العلل» لعبد الله بن أحمد (١٤٦٥) قال عبد الرزاق: «والله ما انشرح صدري قط أن أفضل عليا على أبي بكر وعمر».

وقال الشيخ عبد العليم البستوي في كتابه القيم: «المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث الآثار الصحيحة» ص ١٩١ :

فأما اختلاط عبد الرزاق فلا يضر في صحة هذا الإسناد. فقد كان اختلاطه بعد سنة مائتين[٣] والظاهر أن سماع الذهلي وأحمد بن يوسف السلمي كان قبل الاختلاط، فقد قال ابن حجر: «احتج به (عبد الرزاق) الشيخان في جملة من حديث من سمع منه قبل الاختلاط»[٤]. ولذلك أخرج البخاري لمحمد بن يحيى الذهلي عن عبد الرزاق وأخرج مسلم لأحمد بن يوسف السلمي عن عبد الرزاق[٥] وقد قال الذهلي في شيخه عبد الرزاق:

«كان عبد الرزاق أيقظهم في الحديث وكان يحفظ»[٦]. ويظهر من هذا واضحاً أن الذهلي سمع منه قبل اختلاطه وإلا لم يشهد لحفظه بهذا الأسلوب. والله أعلم.

قال الراقم عفا الله عنه: ولم ينفرد عبد الرزاق بهذا الحديث، بل تابعه عليه الحسين بن حفص الهمداني عن الثوري به. أخرجه الحاكم وصححه (٤/ ٤٦٣ – ٤٦٤). وقال الشيخ نبيل بن منصور في «أنيس الساري» : (٩ : ٦٧٣٦) «إسناده على شرط مسلم».

٣ – «سفيان الثوري» هو الإمام الحافظ الحجة سفيان بن سعيد بن مسروق، قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٩ : ١٥٣) : «وكان إماما من أئمة المسلمين، وعلما من أعلام الدين، مجمعا على إمامته بحيث يستغنى عن تزكيته، مع الاتقان، والحفظ، والمعرفة، والضبط، والورع والزهد».

٤ – «خالد الحذاء» هو الإمام الحافظ الحجة خالد بن مهران الحذاء ، أبو المنازل البصرى، قال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» : «الإمام، الحافظ، الثقة، أبو المنازل البصري، المشهور: بالحذاء، أحد الأعلام. ... وثقه: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وجماعة. وحديثه في الصحاح. ... وقال فهد بن حيان: «... كان حافظا، مهيبا، ليس له كتاب» .... وقال النسائي: «ثقة». اهـ.

وقال الذهبي في «من تكلم فيه وهو موثق» ص٧٥ : «ثقة كبير القدر».

وقال ابن حبان في «مشاهير علماء الأمصار» ص٢٤١ «كان من المتقنين المواظبين على العبادة والعلم».

وقال ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٧: ٢٥٩ «وكان خالد ثقة، رجلا مهيبا، لا يجترئ عليه أحد، وكان كثير الحديث»، وقال: «ما كتبت شيئا قط إلا حديثا طويلا، فإذا حفظته محوته».

وقال الحافظ المغلطائي في «إكمال تهذيب الكمال» : «قال العجلي: «بصري ثقة» .... وقال الحافظ أبو بكر البرديجي في كتاب «المراسيل» : «أحاديث خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس صحاح إذا كان الذي روى عنه عن خالد ثقة». ولما ذكره ابن خلفون في «الثقات» قال: «كان فقيها محدثا وثقه ابن مسعود وغيره». اهـ.

٥ – «أبو قلابة» هو التابعي الجليل عبد الله بن زيد أبو قلابة الجرمي البصري، قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» : قال ابن سعد: «كان ثقة، كثير الحديث». .... وروى: أيوب، عن مسلم بن يسار، قال: «لو كان أبو قلابة من العجم، لكان موبذ موبذان» -يعني: قاضي القضاة-. ... وقال ابن عون: ذكر أيوب لمحمد حديث أبي قلابة، فقال: «أبو قلابة – إن شاء الله – ثقة، رجل صالح» .... قال حماد: سمعت أيوب ذكر أبا قلابة، فقال: «كان -والله- من الفقهاء ذوي الألباب»، ... وقال أحمد بن عبد الله [العجلي] : «بصري، تابعي، ثقة»... اهـ.

وقال الحافظ المغلطائي في «إكمال تهذيب الكمال» (٧ : ٣٦٨-٣٦٩) : «ذكره ابن خلفون في «الثقات». قال: «كان رجلا صالحا فقيها فاضلا مشهورا، وثقه ابن عبد الرحيم وغيره». وقال يعقوب: «قال سليمان بن حرب: سمع أبو قلابة من أنس، وهو ثقة»، وكذا قاله عبد الرحمن بن يوسف بن خراش. اهـ.

٦ – «أبو أسماء الرحبي» هو عمرو بن مرثد أبو أسماء الرحبي الشامي، من رجال مسلم، قال الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» : قال العجلي: «شامي، تابعي، ثقة». وذكره ابنُ حِبَّان فِي كتاب «الثقات». وقال الحافظ المغلطائي في «إكمال تهذيب الكمال» (١٠ : ٢٥٦) : وذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات». وقال أبو عمر في «الاستغناء» (١ : ٤١٧) : «تابعي ثقة». وقال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» (ص٤٢٦) : «ثقة من الثالثة، مات في خلافة عبد الملك، بخ م ٤».

قال الراقم: وكذا ذكره الدارقطني في «ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم» : (رقم الترجمة: ٨٦٠).

٧ – «ثوبان» صحابي جليل مشهور، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

রাবীদের বিবরণ:- এই হাদিসের রাবী বা বর্ণণাকারীগণ হাদিস শাস্ত্রের বড় বড় ইমাম, তাই হাদিসশাস্ত্র সম্পর্কে যাদের কিছুটা জানাশোনা আছে তাদের নিকট এত বড় ইমামদের শানে এধরণের বাক্য, "অমুক অমুক ইমাম তাদের বিশ্বস্ত বলেছেন, ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাদের থেকে বর্ণণা করেছেন" ইত্যাদি বলা কিছুটা বেমানান, কিন্তু যেহেতু আমাদের অনেকেরই হাদিসের বর্ণণাকারীদের সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই, তাই তাদের জন্য সংক্ষেপে এ বিষয়গুলো বর্ণণা করছি।

১. ইমাম মুহাম্মদ বিন ইয়াহয়া আযযুহালী, (মৃত্যু: ২৫৮ হি:) তিনি হাদিস শাস্ত্রের অনেক বড় ইমাম, ইমাম বুখারী ও মুসলিমের উস্তায, ইমাম বুখারী সহিহ বুখারীতে তার থেকে অনেক হাদিস বর্ণণা করেছেন। ইমাম যাহাবী তার ব্যাপারে বলেন, "শাইখুল ইসলাম, প্রাচ্যের অন্যতম আলেম, খোরাসানের মুহাদ্দিসদের ইমাম। ইবনে আবী দাউদ বলেন, তিনি ছিলেন, 'আমীরুল মুমিমিন ফিল হাদিস'। ইমাম আহমদ, ইয়াহইয়া বিন মাঈন, আলী ইবনুল মাদিনী, আবু হাতেম, নাসায়ী, দারাকুতনী সকলেই তার প্রশংসা করেছেন, তাকে ছিকাহ-নির্ভরযোগ্য বলেছেন, বরং হাফেয সালেহ জাযারাহ বলেন, যে মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়ার নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলে দুনিয়াতে তার চেয়ে বড় কোন আহমক নেই।"[19]

২. ইমাম আব্দুল রাযযাক বিন হাম্মাম (মৃত্যু: ২১১ হি.) তিনিও হাদিস শাস্ত্রের বড় ইমাম, ইমাম বুখারী ও মুসলিম তার থেকে অসংখ্য হাদিস বর্ণণা করেছেন। 'আলমুসান্নাফ' নামে তার একটি বৃহৎ কলেবরের হাদিস সংকলন রয়েছে, যার ব্যাপারে ইমাম যাহাবী বলেন, "এ কিতাবটি ইলমের খাযানা।" ইমাম আহমদ, ইয়াহইয়া বিন মাঈন, আলী ইবনুল মাদীনী,

---

[19] : সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২৬৩-২৭৬

ইয়াকুব বিন শাইবা ও হাফেয সালাহুদ্দীন আলায়ী তার প্রশংসা করেছেন, তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।[20]

৩. ইমাম সুফিয়ান সাওরী, (মৃত্যু: ১৬১ হি.) তাকে আমরা সবাই কমবেশি চিনি। তিনি ছিলেন হাদিস শাস্ত্রের বরেণ্য ইমাম। খতীব বাগদাদী রহ. বলেন, "সকল মুহাদ্দিসগণ হাদিসশাস্ত্রে তাঁর ইমামতের ব্যাপারে একমত, তাই তার নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না"।[21]

৪- খালেদ বিন মিহরান (মৃত্যু: ১৪১ হি.) তিনিও সহিহ বুখারী ও মুসলিমের রাবী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইয়াহইয়া বিন মাঈন, আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনে সা'দ, ইযলী, নাসায়ী, ইবনে হিব্বান, ইবনে শাহীন, ইবনে খালফূন, যাহাবী, হাফেয ইবনে হাযার রহ. তাকে ছিকাহ-নির্ভরযোগ্য বলেছেন।[22]

৫ – আবু কিলাবা আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ, (মৃত্যু- ১০৪ হি.) তিনি বিখ্যাত তাবেয়ী, ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহুর শাগরিদ, উমর বিন আব্দুল আযীয, মুসলিম বিন ইয়াসার, আইয়ুব সিখতিয়ানী ও সমকালীন অন্যান্য আলেম তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ বিন সীরীন, সুলাইমান বিন হারব, ইবনে খেরাশ, ইবনে আব্দুর রহিম, ইবনে সাদ, ইযলী, ইবনে খালফূন, আহমদ বিন সালেহ সকলেই তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাকে বসরার কাযী বানানোর ইচ্ছা করে, তাই তিনি শামে পালিয়ে যান এবং জিহাদ ও রিবাতে (সীমান্ত প্রহরায়) নিয়োজিত হন। সহিহ বুখারী ও মুসলিমে তার থেকে বর্ণিত অসংখ্য হাদিস রয়েছে।[23]

---

[20] : মিযানুল ই'তেদাল, হাফেয যাহাবী ২/৬০৯-৬১২ আলমুখতালিতিন, হাফেয আলায়ী, পৃ: ৭৫

[21] : তারীখে বাগদাদ, ১০/২১৯ সিয়ারু আলামীন নুবালা, ২৬৩-৩২০

[22] : ইলালু আলী ইবনিল মাদীনী, পৃ: ৬৪ ইকমালু তাহযীবিল কামাল, ৪/১৫৩ সিয়ারু আলামীন নুবালা, ১১/২৩৫ মাশাহিরু উলামায়িল আমসার, পৃ: ২৪১ লিসানুল মিযান, ১/৯৯ ও ৯/২৯৪

[23] : মাশাহিরু উলামায়িল আমসার, ইবনে হিব্বান, পৃ: ১৪৫ তাহযীবুল কামাল, ১৪/৫৪৪-৫৪৭ ইকমালু তাহযীবুল কামাল, ৭/৩৬৯

৬ – আবু আসমা আমর বিন মারছাদ আলরহাবী, তিনি শামের বড় আলেমদের একজন, হাফেয আহমদ বিন সালেহ আলইযলী, ইবনে হিব্বান, দারাকুতনী, ইবনে আব্দুল বার, যাহাবী, ইবনে হাযার ও অন্যান্যা মুহাদ্দিসগণ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইমাম মুসলিম সহিহ মুসলিমে তার সূত্রে হাদিস বর্ণাণা করেছেন।[24]

৭ – সাওবান রাযি., প্রসিদ্ধ সাহাবী, নবীজির আযাদকৃত দাস।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, হাদিসের সব রাবী ছিকাহ-নির্ভরযোগ্য এবং তারা সবাই সহিহ বুখারী কিংবা মুসলিমের রাবী, সুতরাং শুধু মাত্র উল্লেখিত সনদটির বিচারেই হাদিসটিকে সহিহ বলা যায়। তাছাড়া উল্লিখিত রাবীগণের অধিকাংশই হাদিসটি এককভাবে বর্ণাণা করেননি। বরং এক বা একাধিক রাবী হাদিসটি বর্ণাণার ক্ষেত্রে তাদের সাথে শরিক হয়েছেন। এর দ্বারা হাদিসটি আরো শক্তিশালী হয়েছে। হাদিসের পরিভাষায় যাকে 'মুতাবি' ও 'শাহেদ' বলা হয়। যার বিবরণ আমরা পরবর্তী হাদিসসমূহে দেখতো পাবো ইনশাআল্লাহ।

---

[24] : আছছিকাত লিলইযলী, পৃ: ৪৮৯ আছছিকাত, ইবনে হিব্বান, ৫/১৭৯ আলইস্তিগনা, ইবনে আব্দুল বার, ১/৪১৭ তাকরীবুত তাহযীব, পৃ: ৪২৬

হাদিসের উপর উত্থাপিত আপত্তিসমূহের পর্যালোচনা

১. ইমাম ইবনে উলাইয়্যাহ হাদিসের একজন রাবী খালিদ বিন মিহরানকে যয়ীফ দাবী করে এর ভিত্তিতে হাদিসটিকে যয়ীফ বলেছেন।

পর্যালোচনা:- ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইয়াহইয়া বিন মাঈন, আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনে সা'দ, ইযলী, নাসায়ী, ইবনে হিব্বান, ইবনে শাহীন, ইবনে খালফূন, যাহাবী, হাফেয ইবনে হাযার সকলেই তাকে ছিকাহ-নির্ভরযোগ্য বলেছেন, ইমাম বুখারী ও মুসলিম সহিহাইনে তার অসংখ্য হাদিস বর্ণণা করেছেন। সুতরাং শুধু দুয়েকজন ইমাম তাকে যয়ীফ বলার কারণে তিনি যয়ীফ হয়ে যাবেন না। একারণেই হাফেয যাহাবী «من تُكُلِّم فيه، وهو مُوَثَّق» (যাদের ব্যাপারে আপত্তি তোলা হলেও তারা নির্ভরযোগ্য) কিতাবে তার নাম উল্লেখ করেছেন। আর এ কিতাবটির বিষয়বস্তুই হলো ঐ সব রাবীদের বিবরণ যাদেরকে কেউ কেউ যয়ীফ বললেও এ কারণে তাদের হাদিস প্রত্যাখ্যান করা যায় না।[25] তেমনিভাবে হাফেয যাহাবী ‘মিযানুল ইতেদালে’ ও হাফেয ইবনে হাযার ‘লিসানুল মিযানে’ খালেদের তরজমায় «صح» প্রতীক ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ হলো কেউ কেউ তাকে যয়ীফ বললেও ইমামদের আমল বা কর্মপদ্ধতি হলো তার হাদিস গ্রহণ করা।[26]

তাছাড়া পরবর্তী হাদিসসমূহে আমরা দেখবো, খালেদ বিন মেহরান এককভাবে কালোপতাকার হাদিস বর্ণণা করেননি। বরং খালেদের সাথে আরো অনেকেই কালোপতাকার হাদিস বর্ণণা করেছেন। সুতরাং আমাদের দৃষ্টিতে সার্বিক বিবেচনায় শুধু খালেদের কারণে হাদিসকে যয়ীফ বলা মুশকিল।

---

[25] : দেখুন, «من تُكُلِّم فيه، وهو مُوَثَّق» পৃ: ৫৫ ও ৩১৪ তাহকীক, আব্দুল্লাহ আররুহাইলী

[26] : দেখুন, মিযানুল ইতিদাল, ১/৬৪২ লিসানুল মিযান, ৯/২৯৪ শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ রহ. লিসানুল মিযানের তাহকীকের ভূমিকায় লিখেন,

٦ ــ رمْزُ (صح) يُكتب بجانب من فيه كلامٌ والعملُ على توثيقه، وقد استعمله الحافظ تبعاً للذهبي، وأكثَرَ من استعماله في فصل التجريد آخر

২. ইমাম বাইহাকী বলেন, “এ হাদিসটি আব্দুর রাযযাকের একক বর্ণণা।” এরপর তিনি বলেন, এর কাছাকাছি একটি বর্ণণা তাবেয়ী কাবে আহবার থেকে তার নিজস্ব বাণী হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। সম্ভবত সেই বর্ণণাটাই সহিহ”।[27]

পর্যালোচনা:- আমাদের মতে এ আপত্তি সঠিক নয়, কেননা আব্দুর রাযযাক নির্ভরযোগ্য রাবী, তাই তার একক বর্ণণাও গ্রহনযোগ্য। তাছাড়া বাস্তবে এটা তার একক বর্ণণাও নয়। বরং ‘মুস্তাদরাকে হাকেমে’ হুসাইন বিন হাফসও থেকেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। আর তিনিও নির্ভরযোগ্য রাবী, ইমাম মুসলিম তার হাদিস সহিহ মুসলিমে এনেছেন। [28]

আসলে আব্বাসীরাও নিজেদের প্রতীকরুপে কালো পতাকা গ্রহণ করেছিলো এবং তারা আবু মুসলিম খোরাসানীর নেতৃত্বে খোরাসান হতে কালো পতাকাবাহী বাহিনী প্রেরণ করে উমাইয়্যাদের কাছ থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়েছিল। অথচ তারা কিছুতেই এই হাদিসের মেসদাক-উদ্দেশ্য হতে পারে না। কেননা তারা বনু উমাইয়্যার সমর্থকদের উপর নির্মম গনহত্যা চালিয়েছিল এবং তাদের মাঝে ইমাম মাহদীর আগমনও হয়নি। কিন্তু হাদিসের বাহ্যিক বিবরণ যেহেতু তাদের সাথে মিলে যায় তাই ইমাম বাইহাকী ও কোন কোন মুহাদ্দিস ধারণা করেছেন যে হাদিসটি মওযু-জাল, যা আব্বাসী খেলাফতের সমর্থকরা আব্বাসীদের সমর্থনে বানিয়েছে। এজন্যই ইমাম বাইহাকী হাদিসটির শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

«باب ما جاء في الإخبار عن ملك بني العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه»

অর্থাৎ “আব্বাসীদের রাজত্বের ব্যাপারে যে সকল হাদিস বর্ণিত হয়েছে”।[29] এটা সুস্পষ্টরুপে প্রমাণ করে, তিনি হাদিসটিকে আব্বাসীদের কালোপতাকার ব্যাপারে ধারণা করেছেন।

---

[27] : দালায়িলুন নুবুওয়্যাহ, ৬/৫১৫-৫১৬

[28] : দেখুন, মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং: ৮৪৩২ আনিসুস সারী, ৯/৬৭৩৬

[29] : দেখুন, দালায়িলুন নুবুওয়াহ, ৬/৫১৩

কিন্তু শায়েখ আব্দুল আলীম বিস্তাভী আব্বাসীদের সমর্থনে এই হাদিস জাল করার ধারণা খন্ডন করে বলেন,

ومما يدل على بطلان هذا الزعم أننا قد وجدنا في التاريخ من يدعي «أنه صاحب الرايات السود» قبل عصر العباسيين. وهو الحارث بن سريج وقد تقدم ذكره في مقدمة هذا الكتاب وأنه كان يدعي أنه صاحب الرايات السود، وكان قد قتل في سنة ١٢٨هـ في عصر الخليفة الأموي مروان الحمار فهذا يدل على أن هذا الحديث كان معروفاً قبل عصر العباسيين ولعلهم قد اتخذوا السواد شارة لهم ليطبقوا هذا الحديث على أنفسهم. والله أعلم.

"উক্ত ধারণা ভুল, কেননা আমরা ইতিহাসে আব্বাসীদের পূর্বেও কালোপতাকার দাবীদার দেখতে পাই, হারেস বিন সুরাইয দাবী করতো সেই হাদিসে বর্ণিত খোরাসানের কালোপতাকাধারীর মেসদাক-উদ্দেশ্য। যাকে উমাইয়্যা খলীফা মারওয়ান হিমারের আমলে ১২৮ হিজরীতে হত্যা করা হয়। (আর আব্বাসীদের রাজত্ব শুরু হয় ১৩২ হিজরীতে) যা প্রমাণ করে আব্বাসীদের পূর্বেও কালোপতাকার হাদিস প্রসিদ্ধ ও সকলের জানাশোনা ছিল। বরং হয়তো আব্বাসীরা কালোপতাকার হাদিসকে নিজেদের উপর ফিট করার জন্যই কালোপতাকাকে নিজেদের প্রতীকরুপে গ্রহণ করে।[30]

এবং পরবর্তী ইমামগণ এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে এ হাদিসের মেসদাক আব্বাসীদের বাহিনী নয়, বরং এ হাদিসের মেসদাক হলো ইমাম মাহদীর বাহিনী, যা কিয়ামতের পূর্বে ইমাম মাহদীর সাহায্যার্থে খোরাসান হতে বের হবে। ইমাম ইবনে কাসীর বলেন,

هذه الرايات السود ليست هي التي أقبل بها أبو مسلم الخراساني فاستلب بها دولة بني أمية في سنة ثنتين وثلاثين ومائة، بل هي رايات سود أخرى تأتي صحبة المهدي. (البداية والنهاية: ١٩ : ٦٢ ط. دار هجر: ١٤١٨ هـ).

---

[30] : আলমাহদী আলমুনতাযার, পৃ: ১৯৩

“(উল্লিখিত হাদিসসমূহে) বর্নিত কালো পতাকা দ্বারা আবু মুসলিম খোরাসানীর কালো পতাকাবাহী বাহিনী উদ্দেশ্য নয়। যারা বনু উমাইয়্যার রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়েছিল। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ কালোপতাকা বাহিনী যারা ইমাম মাহদীর সাথে আসবে।”[31]

সহিহ বুখারী ও মুসলিমের এক হাদিসে এসেছে,

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا». صحيح البخاري: **(٧١١٩)** صحيح مسلم: **(٢٨٩٤)**

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “অচিরেই ফুরাত নদীর পানি শুকিয়ে স্বর্ণের খনি উম্মোচিত হবে। সেসময় কেউ সেখানে উপস্থিত থাকলে সে যেন তা গ্রহণ না করে।”[32]

উক্ত হাদিসের ব্যাখায় হাফেয ইবনে হাযার বলেন,

«السبب في النهي عن الأخذ منه ما يترتب على طلب الأخذ منه من الاقتتال ... وقد أخرج ابن ماجه عن ثوبان رفعه، قال: «يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة» فذكر الحديث في المهدي، فهذا إن كان المراد بالكنز فيه الكنز الذي في حديث الباب دل على أنه إنما يقع عند ظهور المهدي...». (فتح الباري: ١٣ : ٨٠ ط. دار الفكر، وهو مصور عن طبعة دار السلفية).

“তা গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে একে কেন্দ্র করে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার কারণে, ... ইবনে মাজাহ সাওবান রাযি. থেকে বর্ণণা করেন, “তোমাদের ধনভান্ডারের জন্য তিনজন বাদশাহর ছেলে যুদ্ধ করবে”, যদি এই হাদিসে বর্ণিত ধনভান্ডার দ্বারা আমাদের আলোচ্য হাদিসের ধনভান্ডার উদ্দেশ্য হয় তাহলে তা প্রমাণ করে, ফুরাত নদীর পানি শুকিয়ে ধনভান্ডার প্রকাশ পাবে ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশের সময়ে।”[33]

---

[31] : আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৯-৬২

[32] : সহিহ বুখারী, ৭১১৯ সহিহ মুসলিম, ২৮৯৪

[33] : ফাতহুল বারী, ১৩/৮০

৩. শায়েখ শুয়াইব আরনাউত বলেন, "এই হাদিসের একজন রাবী আবু কিলাবা রহ. মুদাল্লিস", অর্থাৎ তিনি এমন রাবীদের থেকেও হাদিস বর্ণণা করেন যাদের থেকে সরাসরি তিনি হাদিস শুনেননি। বরং কারো মাধ্যমে শুনেছেন। কিন্তু তিনি এমনভাবে বর্ণণা করেন যার দ্বারা মনে হয় তিনি হাদিসটি সরাসরি শুনেছেন। মুদাল্লিসদের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো যদি তারা এমন শব্দে হাদিস বর্ণণা করেন যা থেকে সরাসরি শুনেছেন বলে বোঝা যায় (যেমন, حدثنا، سمعتُ) তাহলে তাদের হাদিস গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি এমন শব্দ দিয়ে বর্ণণা করেন যা থেকে সরাসরি শুনেছেন বলে বোঝা যায় না (যেমন عن) তাহলে তাদের হাদিস গ্রহণযোগ্য হবে না। এখানে আবু কিলাবা (عن) শব্দ দিয়েই হাদিস বর্ণণা করেছেন, যা থেকে সরাসরি শোনেছেন বলে বোঝা যায় না, তাই তার হাদিস গ্রহণযোগ্য হবে না।[34]

পর্যালোচনা:- এই আপত্তির প্রথম উত্তর হলো, আবু কিলাবা মুদাল্লিস নন, ইমাম আব্দুর রহমান বিন আবু হাতেম বলেন,

وقلت له –لأبيه أبي حاتم -: أبو قلابة عن معاذة أحب إليك أو قتادة عن معاذة، فقال: جميعا ثقتان، وأبو قلابة لا يُعرف له تدليس. (الجرح والتعديل: ٤ : ٥٨ ط. مجلس دائرة المعارف العثمانية – بحيدر آباد الدكن – الهند، ودار إحياء التراث العربي – بيروت: ١٣٧١ هـ).

আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, মুয়াজা থেকে কাতাদার সূত্রে বর্ণিত হাদিস আপনার নিকট বেশি পছন্দনীয় না আবু কিলাবার সূত্রে বর্ণিত হাদিস। তিনি বললেন, কাতাদা ও আবু কিলাবা উভয়েই নির্ভরযোগ্য, (আর এখানে উভয়েই হাদিস বর্ণণা করেছে (عن) শব্দ দিয়ে, তবে কাতাদা তো মুদাল্লিস, তাই তার এ ধরণের বর্ণণা গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু) আবু কিলাবা কখনো তাদলিস করেছে এমন প্রমাণ নেই।

তাছাড়া যদি আবু কিলাবা রহ. কে মুদাল্লিস বলে মেনেও নেওয়া হয়, তবুও তার হাদিস সর্বাবস্থায় গ্রহণযোগ্য। কেননা হাফেয ইবনে হাযার তাকে মুদাল্লিসদের প্রথম স্তরে গণ্য

---

[34] : সুনানে ইবনে মাজাহর টিকা, শায়েখ শুয়াইব আরনাউত, ৫/২১২

করেছেন যাদের ব্যাপারে তিনি বলেছেন, “তাদের তাদলিস নিতান্তই কম। এজন্যই অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণের নিকট তাদের তাদলিসকৃত হাদিস গ্রহণযোগ্য এবং সহিহ বুখারী ও মুসলিমেও বিদ্যমান।”[35]

হাদিস শাস্ত্রের অন্যতম ইমাম আলী ইবনুল মাদিনী রহ. (মৃত্যু: ২৩৪ হি.) বলেন,

إذا كان الغالب عليه التدليس فلا حتى يقول حدثنا

“যে রাবীর অধিকাংশ হাদিসের ক্ষেত্রেই তাদলিস করে তার হাদিস গ্রহণযোগ্য হবে না, যতক্ষণ না সে বলে। (অর্থাৎ এমন শব্দ দিয়ে হাদিস বর্ণণা করে যা থেকে সরাসরি শুনেছে বলে বুঝে আসে।)”[36]

এ থেকে বুঝে আসে যাদের তাদলিস নিতান্তই কম তাদের তাদের তাদলিসকৃত হাদিসও গ্রহণযোগ্য। ইমাম আহমদ, ইয়াহইয়া বিন মাঈন, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, আবু হাতেম রাযী, ইয়াকুব বিন সুফিয়ান, ইবনে খুযাইমাহ সহ হাদিস শাস্ত্রের অন্যান্য ইমামদের বক্তব্য ও কর্মপদ্ধতি থেকেও এমনটাই বুঝে আসে।[37]

৪ – এই হাদিসে ইমাম মাহদীকে আল্লাহর খলীফা বলা হয়েছে, অথচ মানুষ আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি হতে পারে না। কারণ প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজন পড়ে দূর্বলদের। সর্বশক্তিমান আল্লাহর জন্য কারো প্রতিনিধিত্বের দরকার হয় না।[38]

পর্যালোচনা:- এই আপত্তিও নিতান্তই ভিত্তিহীন। কুরআনের একাধিক আয়াত থেকে বুঝে আছে, মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। তারা যমিনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করবে।

---

35 : -দেখুন, তবাকাতুল মুদাল্লিসীন, হাফেয ইবনে হাযার, পৃ: ১৩ ও ২১ আততা’নীস, শায়েখ আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মদ বিন সিদ্দীক গুমারী, পৃ: ১১১

36 : আলকিফায়াহ, খতীব বাগদাদী, পৃ: ৩৬২

37 : দেখুন, শায়েখ নাসের বিন হামদ ফাহ্কাল্লাহু আসরাহু এর রচিত কিতাব «منهج المتقدمين في التدليس» পৃষ্ঠা ১৫৩ - ১৭৪ শায়েখ আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মদ বিন সিদ্দীক গুমারী রচিত «التأنيس بشرح منظومة الذهبي في التدليس», পৃ: ১১১-১১২ এবং ‘তাদরীবুর রাবী’র উপর শায়েখ আওয়ামার টিকা, ৩/২৬১-২৬৩

38 : সুনানে ইবনে মাজাহর টিকা, শায়েখ শুয়াইব আরনাউত, ৫/২১২

আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পৃথিবী আবাদ করবে, মানুষের পরিচালনা করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"ঐ সময়ের কথা স্মরণযোগ্য যখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের বললেন, আমি যমিনে খলিফা তৈরী করবো।" সুরা বাকারা : ৩০

আয়াতের ব্যাখায় ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন,

«والمعني بالخليفة هنا– في قول ابن مسعود، وابن عباس، وجميع أهل التأويل– آدم عليه السلام، وهو خليفة الله في إمضاء أحكامه وأوامره، لأنه أول رسول إلى الأرض». (تفسير القرطبي: ١ : ٢٦٣)

"ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য সকল মুফাসসিরের মতে এ আয়াতে খলীফা দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন আদম আলাইহিস সালাম, তিনি আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতিনিধি, কেননা তিনি পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত প্রথম রাসুল।"[39]

ইমাম সুয়ুতী রহ. বলেন,

﴿و﴾ اذكر يا محمد ﴿إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة﴾ يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها، وهو آدم. (تفسير الجلالين: ص :٨ ط. دار الحديث)

"হে মুহাম্মদ তুমি ঐ সময়ের কথা স্মরণ করণ যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদের বললেন, আমি যমিনে খলিফা তৈরী করবো, যারা আমার বিধিবিধান বাস্তবায়নে আমার প্রতিনিধি হবে, আর এই প্রতিনিধি হলেন আদম আলাইহিস।"[40]

ইমাম বাইযাবী রহ. বলেন,

[39] : তাফসীরে কুরতুবী, ১/২৬৩

[40] : তাফসীরে জালালাইন, পৃ: ৮

والخليفة من يخلف غيره وينوب منابه، والهاء فيه للمبالغة، والمراد به آدم عليه الصلاة والسلام لأنه كان خليفة الله في أرضه، وكذلك كل نبي استخلفهم الله في عمارة الأرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم، لا لحاجة به تعالى إلى من ينوبه، بل لقصور المستخلف عليه عن قبول فيضه، وتلقي أمره بغير وسط، ولذلك لم يستنبئ ملكاً كما قال الله تعالى: وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا. (تفسير البيضاوي: ١ : ٦٨)

"খলীফা বলা হয় তাকে, যিনি কোন কাজে অন্যের স্থলাভিষিক্ত হন। আয়াতে খলীফা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আদম আলাইহিস সালাম, কেননা তিনি পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফার ছিলেন। তেমনিভাবে প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ তায়ালা প্রতিনিধি বানিয়েছেন পৃথিবীকে আবাদ করা, মানুষকে পরিচালনা করা, তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা ও তাদের মাঝে আল্লাহ তায়ালার বিধান বাস্তবায়ন করার জন্য। আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি বানানোর প্রয়োজন রয়েছে- বিষয়টা এমন নয়। বরং মানুষ সরাসরি আল্লাহ তায়ালার আদেশ নিষেধ গ্রহণ করতে অক্ষম হওয়ার কারণেই মাধ্যম ও প্রতিনিধির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।"[41]

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ﴾.
(سورة ص: ٢٦).

হে দাউদ আমি তোমাকে যমিনে প্রতিনিধি বানিয়েছি, সুতরাং তুমি মানুষের মাঝে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করবে এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরন করবে না। (নতুবা) তা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে।[42]

গত শতাব্দীর বরেণ্য মুফাসসির আল্লামা তাহের বিন আশুর (মৃত্যু: ১৩৯৩ হি.) বলেন,

[41] : তাফসীর বাইযাবী, ১/৬৮

[42] : সুরা সোয়াদ : ২৬

والخليفة: الذي يخلف غيره في عمل، أي يقوم مقامه فيه، فإن كان مع وجود المخلوف عنه قيل: هو خليفة فلان، وإن كان بعد ما مضى المخلوف، قيل: هو خليفة من فلان. والمراد هنا: المعنى الأول بقرينة قوله: ﴿فاحكم بين الناس بالحق﴾ فالمعنى: أنه خليفة الله في إنفاذ شرائعه. (التحرير والتنوير: ٢٣ : ٢٤٢).

"খলীফা বলা হয় তাকে, যিনি কোন কাজে অন্যের স্থলাভিষিক্ত হন। .... সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো, দাউদ আলাইহিস সালাম আল্লাহ তায়ালার বিধিবিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিনিধি।"[43]

আয়াতে 'খলীফা'র অর্থ শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান রহ.ও 'প্রতিনিধি' করেছেন।[44]

তো যেমনিভাবে নবী-রাসূলগণ পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি তেমনি ইমাম মাহদীও আল্লাহ তায়ালার বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিনিধি।[45] এজন্যই হাদিসে ইমাম মাহদীর খেলাফতকালকে 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়্যাহ' (নববী আদর্শে পরিচালিত খেলাফত) বলা হয়েছে।[46]

---

[43] : -আততাহরীর ওয়ানতানভীর, ২৩/২৪২

[44] : দেখুন, তাফসীরে উসমানী, পৃ: ৫৮৯ ফরিদ বুক ডিপো

[45] : যেমনিভাবে বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণ আল্লাহর প্রতিনিধি তেমনিভাবে আল্লাহর বিধান বান্দার নিকট পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আলেমগণ আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি, এ বিষয়টি ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. তার বিখ্যাতগ্রন্থ «إعْلام المُوَقِّعِين عن ربِّ العالمين» (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে স্বাক্ষরকারীদের প্রতি সতর্কবাতা) -এ সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলিছেন, বরং তিনি কিতাবটির নামকরণই এ হিসেবে করেছেন। তিনি বলেন,

«ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ، والصدق فيه، لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق؛ فيكون عالما بما يبلغ صادقا فيه، ويكون مع ذلك حسن الطريقة، مرضي السيرة، عدلا في أقواله وأفعاله، متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله؛ وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله، ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات؟ فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به؛ فإن الله ناصره وهاديه، وكيف هو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب فقال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب﴾ [النساء: ١٢٧] وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفا وجلالة؛ إذ يقول في كتابه: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ [النساء: ١٧٦] ، وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه، وليوقن أنه مسئول غدا وموقوف بين يدي الله». (إعلام الموقعين: ١ : ٨ دار الكتب العلمية: ١٤١١هـ.)

আলেমদের জন্য আরো কয়েকজন মুফাসসিরের বক্তব্য তুলে দিচ্ছি, একান্ত শাস্ত্রীয় বিষয় হওয়ার কারণে এগুলোর অনুবাদ করা কিছুটা জটিল, করলেও বোধগম্য হবে কি না সন্দেহ।

قال الزمخشري في «الكشاف» : ويجوز أن يريد: خليفة مني، لأنّ آدم كان خليفة الله في أرضه وكذلك كل نبيّ، [قال تعالى] : ﴿إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾. اهـ.

وقال الطيبي في «حاشيته على الكشاف» (٢ : ٤٢٦) :

قوله : ﴿إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ﴾ استشهاد لكون آدم خليفة من الله تعالى في أرضه، لأن المراد بالخليفة حينئذ من يجري في الأرض أحكام الله على سنن العدل ونهج الصواب، يدل عليه ترتب قوله: (فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ) على الوصف بجعله خليفة في الأرض، ولهذا لما فقد هذا المعنى بعد الخلفاء الراشدين، قال صلى

দেখুন, এখানে ইবনুল কাইয়িম রহ. বলছেন, « وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه» "মুফতী যেন স্মরণ রাখে সে কোন মহান স্বত্তার প্রতিনিধিত্ব করছে" তো ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে যেমন আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি হতে পারে তেমনি বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও হতে পারে।

এ বিষয়টি শায়েখ আওয়ামা রহ. 'মাআলিমু ইরশাদিয়্যাহ' গ্রন্থে (পৃ: ৭৪) ইবনুল কাইয়িমের বক্তব্য উল্লেখ করার পরে স্পষ্টভাবে বলেছেন, তিনি লিখেন,

فنبَّه رحمه الله إلى أن العالم المفتي إنما هو خليفة عن الله عز وجل الذي تولّىٰ الإفتاء في بعض مسائل الأمة التي وُجِّهت إلى النبي ﷺ، ومن هذا الملحظ سمَّى رحمه الله كتابه المذكور بهذا الاسم الخطير: «إعلام الموقعين عن رب العالمين»، أي: إن المفتي حينما يُصدر فتواه، ويمهر ختامها بتوقيعه، فإنما يوقِّع عن رب العالمين، رب الأرض والسموات، بأن ما أقوله لكم وأكتبه، هو قول الله تعالىٰ، وبالتالي هو قول رسوله ﷺ أيضاً.

[46] : মুসনাদে আহমদ, হাদিস, ১৮৪০৬

الله عليه وسلم: «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة، ثم ملك بعد ذلك». رواه الترمذي عن سفينة، وروى أبو داود عنه: «خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء».

[قال] الراغب: «إنما استخلف الله تعالى آدم لقصور المستخلف عليه أن يقبل التأثير من المستخلف» وذلك ظاهر، فإن السلطان جعل الوزير بينه وبين رعيته إذ هم أقرب إلى قبولهم منه، وكذا الواعظ جعل بين العامة والعلماء الراسخين، فإن العامة أقبل منهم من العالم الراسخ، وليس ذلك لعجزه بل لعجز العامة عن القبول منه. اهـ.

وقال الإمام الرازي في تفسيره :

في تفسير كونه خليفة وجهان :

الأول : جعلناك تخلف من تقدمك من الأنبياء في الدعاء إلى الله تعالى، وفي سياسة الناس، لأن خليفة الرجل من يخلفه، وذلك إنما يُعقل في حق من يصح عليه الغيبة، وذلك على الله محال.

الثاني : إنا جعلناك مالكا للناس ونافذ الحكم فيهم، فبهذا التأويل يسمى خليفة، ومنه يقال: «خلفاء الله في أرضه»، وحاصله: أن خليفة الرجل يكون نافذَ الحكم في رعيته، وحقيقة الخلافة ممتنعة في حق الله، فلما امتنعت الحقيقة جُعلت اللفظة مفيدة اللزوم في تلك الحقيقة، وهو نفاذ الحكم. (تفسير الرازي: ٢٦ : ٣٨٦).

আর প্রতিনিধিত্ব শুধু অক্ষমতার কারণেই হয় এ দাবীও সঠিক না। বরং কখনো অন্য কোন হিকমত বা কারণেও আল্লাহ তায়ালা নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। উপরে আমরা যে মুফাসসিরদের বক্তব্য নকল করেছি, তাদের মধ্যে ইমাম বাইযাবী ও রাগেব ইস্পাহানী রহ. সুস্পষ্টরূপে বলেছেন, "আল্লাহ তায়ালা বান্দাদেরকে প্রতিনিধি বানান, আল্লাহ তায়ালার অক্ষমতার কারণে নয়, বরং বান্দারা আল্লাহ তায়ালা থেকে সরাসরি গ্রহণ করতে সক্ষম না হওয়ার কারণে।"

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ

(سورة الشورى: ٥١)

কোন মানুষের এ ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ তায়ালা তার সাথে (সামনাসামনি) কথা বলবেন, তবে ওহীর মাধ্যমে (বলতে পারেন), কিংবা পর্দার আড়াল হতে, কিংবা তিনি কোন বার্তাবাহী (ফেরেশতা) পাঠিয়ে দেবেন, যে তার নির্দেশে তিনি যা চান সেই ওহীর বার্তা পৌঁছে দেবে। নিশ্চয়ই তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, হেকমতেরও মালিক।47

তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা আসমান-যমিনের বিভিন্ন বিষয় পরিচালনা ও বাস্তবায়নের দ্বায়িত্ব ফেরেশতাদের প্রদান করেন, তো যেমনিভাবে আসমান-যমিনের কোন বিষয় বাস্তবায়নের দ্বায়িত্ব ফেরেশতাদের প্রদান করা আল্লাহ তায়ালার অক্ষমতার কারণে নয়, তেমনিভাবে পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার বিধান বাস্তবায়ন ও সেই বিধান অনুযায়ী পরিচালনার দ্বায়িত্ব মানুষকে প্রদান করাও অক্ষমতার কারণে নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴾

"(কসম ঐ ফেরেশতাদের) যারা আদেশ বাস্তবায়ন করে"। সুরা নাযিয়াত, ৫

আয়াতের ব্যাখ্যায় শায়েখ সাদী রহ. বলেন,

﴿ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴾ الملائكة، الذين وكلهم الله أن يدبروا كثيرا من أمور العالم العلوي والسفلي، من الأمطار، والنبات، والأشجار، والرياح، والبحار، والأجنة، والحيوانات، والجنة، والنار وغير ذلك. (تفسير السعدي: ص ٩٠٨)

---

47 : সুরা শুরা: ৫১

“অর্থাৎ ঐ ফেরেশতাদের শপথ যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা বৃষ্টি, উদ্ভিদ, বৃক্ষ, বায়ু, সমুদ্র, গর্ভের সন্তান, সকল প্রাণী এবং জান্নাত, জাহান্নাম সহ উর্ধ্বজগত ও নিম্নজগত (দুনিয়া ও আখেরাতের) বিভিন্ন বিষয় বাস্তবায়নের দ্বায়িত্ব প্রদান করেছেন।”48

তাছাড়া যদি মাহদীকে আল্লাহর প্রতিনিধি বলা সমস্যাজনক হয় তবুও এর কারণে হাদিস যয়ীফ হবে না। কেননা শায়েখ আব্দুল আলীম বিস্তাভী বলেন,

والإضافة في قوله «خليفة الله» إضافة تشريف مثل «بيت الله» و «ناقة الله» و «أهل الله» وليست بمعنى النائب عن الله لأن الله سبحانه وتعالى ليس له نائب.

وقد وردت كلمة «خليفة» في الأحاديث للدلالة على أمير المسلمين مثل الحديث الآتي في الباب الثاني من هذا الكتاب «من خلفائكم خليفة يحثو المال حثياً، لا يعده عداً» وقد أخرجه مسلم وغيره.

وحديث حذيفة الذي أخرجه أبو داود: إن الناس كانوا يسألون رسول الله ﷺ عن الخير وكنت أسأله عن الشر إلخ وفيه «إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك الحديث» وهو حديث حسن كما في صحيح سنن أبي داود(١) فاستخدمت كلمة «خليفة» لقباً لأمير المسلمين وأضيفت إلى الله سبحانه وتعالى تشريفاً وتكريماً. والله أعلم.

“আলোচ্য হাদিসে ইমাম মাহদীকে ‘আল্লাহর খলীফা’ বলা হয়েছে, তার সম্মানার্থে, যেমনিভাবে কুরআনে কাবা শরীফকে ‘আল্লাহর ঘর’ এবং সালেহ আলাইহিস সালামের উটনীকে ‘আল্লাহর উটনী’ এবং হাদিসে কুরআনের ধারক-বাহকদের ‘আল্লাহর পরিবার’ বলা হয়েছে। ইমাম মাহদী ‘আল্লাহর খলীফা’ হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তিনি আল্লাহর প্রতিনিধি, কেননা আল্লাহ তায়ালার কোন প্রতিনিধি হতে পারে না।

48 : তাফসীরে সাদী, পৃ: ৯০৮

একাধিক হাদিসে মুসলিম শাসককে খলীফা বলা হয়েছে, যেমন সহিহ মুসলিমের এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, "তোমাদের খলীফাদের মধ্যে একজন খলীফা এমন হবে যে অঢেল সম্পদ বিলি করবে, কোন হিসাব-নিকাশ করবে না।"

আর সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত হুযাইফা রাযি. এর হাদিসে বলা হয়েছে, "যদি যমিনে আল্লাহ তায়ালার কোন খলীফা থাকে তবে তুমি তাকে আকড়ে থাকবে, (তার আনুগত্য করবে) যদিও সে তোমার পিঠে প্রহার করে, তোমার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে। আলবানী রহ. এই হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

তো যেমনিভাবে এই হাদিসে মুসলিম শাসককে খলীফা বলা হয়েছে এবং তার সম্মানার্থে তাকে আল্লাহ তায়ালার দিকে সম্বন্ধ করে 'আল্লাহর খলীফা' বলা হয়েছে তেমনিভাবে আমাদের আলোচ্য হাদিসেও ইমাম মাহদী মুসলমানদের শাসক হওয়ার কারণে সম্মানার্থে তাকে 'আল্লাহর খলীফা' বলা হয়েছে।"49

৫ – শায়েখ শুয়াইব আরনাউত বলেন, "হাদিসের সব রাবী ছিকাহ-নির্ভরযোগ্য, কিন্তু সুফিয়ান সাওরী রহ. এ হাদিসটি মরফু বা রাসুলের হাদিস রুপে বর্ণণা করেছেন, পক্ষান্তরে আব্দুল ওয়াহহাব বিন আতা' হাদিসটি মওকুফ অর্থাৎ সাওবান রাযি. এর নিজের কথা হিসেবে বর্ণণা করেছেন।"50

পর্যালোচনা:- প্রথমত সুফিয়ান সাওরী হাদিসের মহান ইমাম, 'আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদিস', সুতরাং আব্দুল ওয়াহহাব তার বিপরীত হাদিস বর্ণণা করলে সুফিয়ান সাওরীর হাদিসই অগ্রগণ্য হবে। তাছাড়া যদি এ হাদিসটিকে মওকুফ বা সাওবান রাযি. এর নিজস্ব বাণী হিসেবে মেনেও নেওয়া হয় তবুও এটি রাসুলের হাদিস বলেই গণ্য হবে। কেননা হাদিস শাস্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী সাহাবী যদি এমন কিছু বলে যা রাসুলের মাধ্যম ছাড়া

---

49 : আলমাহদী আলমুন্তাযার, পৃ: ১৯৩

50 : মুসনাদে আহমদের টিকা, শায়েখ শুয়াইব আরনাউত, ৩৭/৭১

জানা সম্ভব নয়, যেমন আখেরাতের বিষয়াদী, কোন বিষয়ে ভবিষ্যদ্বানী ইত্যাদি, তাহলে তা রাসুলের বাণী হিসেবেই ধরা হয় এবং তাকে মরফু' হুকমী বলা হয়।51

৬- একটি রিসালায় কালোপতাকার ব্যাপারে বর্ণিত সবগুলো হাদিসকে যয়ীফ প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়, সেখানে আলোচনার শুরুতে জোরগলায় বলা হয়, "ইবনে কাসীর বা অন্য কে কে কালোপতাকার হাদিসকে সহিহ বলেছে সেগুলো আমরা দেখবো না, আমরা সনদ নিয়ে আলোচনা করবো, সনদের বিচারেই সহিহ-যয়ীফ নির্ণয় করবো।" কিন্তু মজার বিষয় হলো, পরবর্তীতে সে রিসালাতেই আমাদের আলোচ্য হাদিসটির সনদ নিয়ে কোন আলোচনা না করে, শুধু এই কারণে তাকে যয়ীফ বলে দেওয়া হয় যে, হাফেয মিযযী (মুত্যু: ৭৪২ হি.) রহ. বলেছেন, "ইবনে মাজাহর যে হাদিসগুলো কুতুবে খমসা (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, আবু দাউদ, তিরমিযির) কোনটিতে নেই সেটি যয়ীফ।" অথচ মিযযী রহ. এর কথার বিপরীতে আবু যুরআ রহ. (মৃত্যু: ২৭৮ হি.) বলেছেন, "ইবনে মাজাহর সাতটা হাদিস ব্যতীত সব হাদিসই সহিহ।"52

আসলে এগুলো হলো «قاعدة أكثرية» বা এমন মৌলিক নীতিমালা যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োগ হলেও কখনো কখনো এর বিপরীতও হয়। তাই এধরণের নীতিমালাকে মূল ভিত্তি না বানিয়ে প্রতিটি হাদিসের সনদ যাচাই করার পাশাপাশি হাদিসের ব্যাপারে পূর্ববর্তী ইমামদের বক্তব্য থেকে সহযোগিতা নেওয়া- এটাই হলো হাদিসের তাসহিহ-তাযয়ীফ বা মাননির্ণয়ের সঠিক পদ্ধতি। পূর্ববর্তী ইমামদের বক্তব্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শুধু সনদ যাচাই করে হাদিসের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা আমাদের জন্য অত্যন্ত কঠিনই বরং প্রায় অসম্ভব।

তাছাড়া হাফেয ইবনে হাযার বলেন, "ইবনে মাজাহর ব্যাপারে মিযযীর উক্ত বক্তব্যটি ঐ হাদিসসমূহের ক্ষেত্রে যার রাবীদের থেকে ইবনে মাজাহ এককভাবে হাদিস বর্ণণা করেছেন,

[51] : – দেখুন, নুযহাতুন নযর, হাফেয ইবনে হাযার, পৃ ১৩৯; ফাতহুল মুগিস, হাফেয সাখাভী, ১/১৫৬

[52] : -তাহযীবুত তাহযীব, ৯/৫৩২

কুতুবে খমসার অন্য কেউ সেই সব রাবীদের হাদিস বর্ণণা করেননি। কেননা ইবনে মাজাহয় এমন অনেক সহিহ ও হাসান হাদিস রয়েছে যা কুতুবে খমসায় নেই"।

আর আমরা দেখেছি, সাওবান রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত হাদিসের সকল রাবীই সহিহ বুখারী কিংবা মুসলিমের রাবী, সুতরাং উক্ত হাদিসে মিযযী রহ. এর বর্ণিত মূলনীতিটি খাটবে না। হাফেয ইবনে হাযার তাহযীবুত তাহযীবে (৯ : ৫৩১) বলেন,

«كتابه في السنن جامع جيد كثير الأبواب والغرائب، وفيه أحاديث ضعيفة جدا، حتى بلغني أن السري كان يقول: مهما انفرد بخبر فيه هو ضعيف غالبا، وليس الأمر في ذلك على إطلاقه باستقرائي، وفي الجملة ففيه أحاديث منكرة، والله تعالى المستعان. ثم وجدت بخط الحافظ شمس الدين محمد بن علي الحسيني ما لفظه: «سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول: كل ما انفرد به ابن ماجة فهو ضعيف، يعني بذلك ما انفرد به من الحديث عن الأئمة الخمسة». انتهى ما وجدته بخطه. وهو القائل، يعني: وكلامه هو ظاهر كلام شيخه، لكن حمله على الرجال أولى، وأما حمله على أحاديث فلا يصح، كما قدمت ذكره من وجوه الأحاديث الصحيحة والحسان مما انفرد به من الخمسة، فمن أمثلة الصحاح حديث .... ومن أمثلة الحسان حديث .... ومن أمثلة الرجال حديث .... وذكره ابن طاهر في المسور: «أن أبا زرعة وقف عليه، فقال: ليس فيه إلا نحو سبعة أحاديث». اهـ. (تهذيب التهذيب: ٩ : ٥٣١)

খোরাসানের কালোপতাকার ব্যাপারে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদিস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَخْرُجُ مِنْ خُرَاسَانَ رَايَاتٌ سُودٌ لاَ يَرُدُّهَا شَيْءٌ حَتَّى تُنْصَبَ بِإِيلِيَاءَ». جامع الترمذي: (٢٢٦٩) وقال الترمذي (هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ). ورجاله ثقات، إلا رشدين بن سعد، وهو ضعيف، ولكنه صالح للمتابعة والاعتبار، قال الحافظ ابن عدي: (وهو مع ضعفه يُكتب حديثه). وقال الذهبي: (قال أحمد: لا يبالى عمن روى، وليس به بأس في الرقاق، وقال: أرجو أنه صالح الحديث). (الكامل: ٤ : ٨٥ ط. الكتب العلمية؛ ميزان الاعتدال: ٢ : ٤٩ ط. دار المعرفة).

অর্থ: আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "খোরাসান হতে কালো পতাকাধারী বাহিনী বের হতে হবে, কেউ তাদের প্রতিহত করতে পারবে না, যতক্ষণ না তা (ফিলিস্তীনের) 'ই'লা' নামক স্থানে গাড়া হয়।"[53]

হাদিসের মান: হাদিসের সব বর্ণণাকারী ছিকাহ-বিশ্বস্ত, শুধু একজন 'রিশদীন বিন সা'দ' যয়ীফ, তাই হাদিসটি যয়ীফ। কিন্তু ইমাম আহমদ ও হাফেয ইবনে আদী বলেছেন, রিশদীন যয়ীফ হলেও মাতরুক বা পরিত্যাজ্য নয়, তাই তার হাদিস অন্য হাদিসের সমর্থক হতে পারে।[54]

[53] : জামে' তিরমিযি, ২২৬৯

[54] : আলকামেল, ৪/৮৫ মিযানুল ই'তিদাল, ২/৪৯

খোরাসানের কালোপতাকার ব্যাপারে বর্ণিত তৃতীয় হাদিস

حدثنا وكيع، عن شريك، عن علي بن زيد، عن أبي قلابة، عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان، فأتوها؛ فإن فيها خليفة الله المهدي». أخرجه أحمد: (٢٢٣٨٧) وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي، قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (١٥ : ٢٠٠ – ٢١٦): (وثقه يحيى بن معين، وقال: هو أثبت من أبي الأحوص. قلت: مع أن أبا الأحوص من رجال (الصحيحين)، وما أخرجا لشريك سوى مسلم في المتابعات قليلا. وخرج له: البخاري تعليقا. قال ابن المبارك: شريك أعلم بحديث بلده من الثوري. فذكر هذا لابن معين، فقال: ليس يقاس بسفيان أحد، لكن شريك أروى منه في بعض المشايخ. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الجوزجاني: سيئ الحفظ، مضطرب الحديث، مائل. قال معاوية بن صالح الأشعري: سألت أحمد بن حنبل عن شريك، فقال: كان عاقلا، صدوقا، محدثا، وكان شديدا على أهل الريب والبدع، قديم السماع من أبي إسحاق قبل زهير، وقبل إسرائيل. فقلت له: إسرائيل أثبت منه؟ قال: نعم. قلت له: يحتج به؟ قال: لا تسألني عن رأيي في هذا. قلت: فإسرائيل يحتج به؟ قال: إي لعمري. قال أبو داود: شريك ثقة، يخطئ على الأعمش. وقال صالح جزرة: قل ما يحتاج إلى شريك في الأحاديث التي يحتج بها، ولما ولي القضاء، اضطرب حفظه. قال يعقوب بن شيبة: كان شريك ثقة، مأمونا، كثير الحديث، أنكر عليه الغلط والخطأ).

وفيه أيضا علي بن زيد بن جدعان، وهو مع ضعفه صالح للاعتبار، قال الذهبي في ميزان الاعتدال (٣ : ١٢٨ – ١٢٩) : (اختلفوا فيه، قال الجريري: أصبح فقهاء البصرة عميانا ثلاثة: قتادة، وعلى بن زيد، وأشعث الحدانى. وقال منصور بن زاذان: لما مات الحسن البصري قلنا لعلى بن زيد: اجلس مجلسه. قال موسى بن إسماعيل: قلت لحماد بن سلمة: زعم وهيب أن على بن زيد كان لا يحفظ. قال: ومن أين كان وهيب يقدر على مجالسة علي، إنما كان يجالسه وجوه الناس. قال أبو حاتم: يكتب حديثه، هو أحب إلى من يزيد بن أبي زياد ... قال الترمذي: صدوق. وقال الدارقطني: لا يزال عندي فيه لين).

وقال الحافظ ابن عدي في الكامل بعد ذكر جملة من أحاديثه : (٦ : ٣٤٤) : (ولعلي بن زيد غير ما ذكرت من الحديث أحاديث صالحة، ولم أر أحدا من البصريين وغيرهم امتنعوا من الرواية عنه. وكان يغالي في التشيع في جملة أهل البصرة، **ومع ضعفه يكتب حديثه).**

وقال الحافظ ابن حجر في «القول المسدد» (ص: ٤٢ ط. مكتبة ابن تيمية) : (أورده ابن الجوزي في الموضوعات من حديث عبيدة، وهو ابن عمرو عن عبد الله، وهو ابن مسعود، وقد أخرجه الإمام أحمد من حديث ثوبان، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي أيضا في كتاب الأحاديث الواهية، وفي طريق ثوبان علي بن زيد بن جدعان، وفيه ضعف، ولم يقل أحد إنه كان يتعمد الكذب حتى يحكم على حديثه بالوضع إذا انفرد، وكيف؟ وقد توبع من طريق آخر رجاله غير رجال الأول، أخرجه عبد الرزاق والطبراني وأخرجه أحمد أيضا والبيهقي في الدلائل من حديث أبي هريرة يرفعه: يخرج من خراسان رايات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيلياء. وفي سنده رشدين بن سعد،وهو ضعيف).

অর্থ: সাওবান রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যখন তোমরা খোরাসান হতে কালো পতাকার আগমণ দেখতে পাবে, তখন তোমরা সেই পতাকাতলে জড়ো হবে, কেননা তাতে আল্লাহর খলীফা মাহদী থাকবে।”[55]

হাদিসের মান:- এই হাদিসের দুজন রাবী যয়ীফ, একজন হলেন আলী বিন যায়েদ বিন জুদয়ান। অপরজন শরীক বিন আব্দুল্লাহ আননাখায়ী, শরিক অনেক বড় ফকিহ ও মুহাদ্দিস, ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন, আবু দাউদ ও নাসায়ী তাকে ছিকাহ-নির্ভরযোগ্য বলেছেন, ইমাম মুসলিম সহিহ মুসলিমে অন্য হাদিসের সমর্থক হিসেবে তাঁর বর্ণিত হাদিস এনেছেন। মূলত কাযীর দ্বায়িত্বগ্রহণের পরে বিচার-ফয়সালার কাজে ব্যস্ততার দরুন তাঁর হাদিস চর্চা কমে যায়, তখন হাদিস বর্ণণার ক্ষেত্রে তার ভুলক্রটি হয়ে যেতো। এ কারণে তার একক বর্ণণা অধিকাংশ মুহাদ্দিস গ্রহণ করেন না।[56] তবে হাদিসটি অন্য হাদিসের সমর্থক হওয়ার

[55] : মুসনাদে আহমদ, ২২৩৮৭

[56] : সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৫/২০০-২১৬

যোগ্য, কেননা এ হাদিসটি শরিকের একক বর্ণণা নয়, আর আলী বিন যায়েদ যয়ীফ হলেও মাতরুক নন।[57]

ইবনুল জাওযী হাদিসটিকে মওযু আখ্যা দিয়েছিলেন, কিন্তু হাফেয ইবনে হাযার তার মত প্রত্যাখান করে বলেন, "যায়েদ বিন জুদয়ান যয়ীফ হলেও সে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা হাদিস বলে এমন কথা কোন মুহাদ্দিস বলেননি। সুতরাং যদি যায়েদ এককভাবে হাদিসটি বর্ণণা করতেন তবেও তা মওযু হতো না। অথচ এই হাদিসে যায়েদের 'মুতাবি' বা সমর্থকও রয়েছে, আব্দুর রাযযাক, আহমদ, তবরানী বাইহাকী প্রমুখ আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণণা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "খোরাসান হতে কালো পতাকাধারী বাহিনী বের হতে হবে, কেউ তাদের প্রতিহত করতে পারবে না, যতক্ষণ না তা (ফিলিস্তীনের) 'ই'লা' নামক স্থানে গাড়া হয়"। এই হাদিসের সনদে রিশদীন বিন সা'দ নামী একজন যয়ীফ রাবী রয়েছে।[58]

হাফেয ইবনে হাযারের এই বক্তব্য প্রমাণ করে, আমাদের আলোচ্য হাদিস এবং ইতিপূর্বে বর্ণিত আবু হুরাইরার হাদিস উভয়টি যয়ীফ হলেও এগুলো অন্য হাদিসের সমর্থক হওয়ার যোগ্য।

[57] : দেখুন, আলকামেল, হাফেয ইবনে আদী, ৬/৩৪৪

[58] : -আলকাওলুল মুসাদ্দাদ, পৃ: ৪২

খোরাসানের কালোপতাকার ব্যাপারে বর্ণিত চতুর্থ হাদিস

عن عبد الله، قال: «بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل فتية من بني هاشم، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم اغرورقت عيناه وتغير لونه، قال: فقلت: ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه، فقال: إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا، حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود، فيسألون الخير فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون، فيعطون ما سألوا، فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملؤها قسطا، كما ملؤوها جورا، فمن أدرك ذلك منكم، فليأتهم ولو حبوا على الثلج». رواه ابن ماجه، (٤٠٨٢) وروى نحوه أبو يعلى في مسنده، (٥٠٨٤) وقال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية : (٩ : ٢٧٩ الناشر: دار هجر، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ) : (إسناده حسن). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (رقم: ١٢٤٠٥) : (وفيه يزيد بن أبي زياد، وهو لين، وبقية رجاله ثقات). وقال العقيلي في الضعفاء: (٤ : ٣٨٠ – ٣٨١) : (حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا علي بن محمد قال: سمعت وكيعا يقول: يزيد بن أبي زياد ، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، – يعني حديث الرايات – ليس بشيء. ..... حدثنا عبد الله قال: سمعت أبي يقول: حديث إبراهيم ، عن علقمة، عن عبد الله، ليس بشيء – يعني حديث يزيد بن أبي زياد – ، قلت لعبد الله: الرايات السود؟ قال: نعم).

وقال ابن كثير في التكميل في الجرح والتعديل: (٢ : ٣٣٣) (قال شعبة: كان رَفَّاعاً. وقال مَرَّة: لا أبالي إذا كتبت عنه أن لا أكتب عن غيره. قال ابن المبارك: أرم به. قال ابن مهدي: ليث بن أبي سليم أحسن حالاً منه ومن عطاء بن السائب. وقال جرير بن عبد الحميد: يزيد أحسنهم استقامة في الحديث ثم عطاء بن السائب. وقال محمد بن فضيل: كان من أئمة الشيعة الكبار. وقال أحمد: لم يكن بالحافظ. وقال مَرَّة: ليس بذاك. وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه. وقال مرة: ليس بالقوي. وقال العِجْلِيُّ: جائز الحديث، وكان بأخرة يُلَقَّن، وأخوه برد ثقة. وقال أبو زرعة: يكتب حديثه، ولا يحتج به. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال الجوزجاني:

سمعتهم يضعفون حديثه. وقال أبو داود: لا أعلم أحداً ترك حديثه، وغيره أحب إلي منه. وقال ابن عدي: هو من شيعة أهل الكوفة، ومع ضَعْفِه يكتب حديثه).

وقال الشيخ عوامة في تعليقه على مصنف ابن أبي شيبة: (ويزيد بن أبي زياد: هو الهاشمي ولاء، الكوفين وهو صدوق في نفسه، ثم ضعفوه لما كبر وصار يتلقن. بل لم يرض تضعيفه بهذا بعضُ الأئمة، ففي «ثقات» ابن شاهين (١٥٦١) عن أحمد بن صالح المصري الإمام: «ثقة، لا يعجبني قول من تكلم فيه». ونقل يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» ٣ : ٨١ عن ابن معين تضعيف حديثٍ ليزيد، ثم قال يعقوب: «وإن كان قد تكلم الناس فيه لتغيره في آخر عمره، فهو على العدالة والثقة، وإن لم يكن مثل منصور والحكم والأعمش، فهو مقبول القول ثقة». فكأن تغيُّره كان خفيفا لا يؤثر عليه، وانظر بمن قارنه: بمنصور والحكم والأعمش!. وقال أبو داود في «سؤالات الآجري» (٤٩٣) : «ثبت! لا أعلم أحدا ترك حديثه، وغيره أحبُّ إليَّ منه». وقد وثقه العجلي أيضا: (٢٠١٩) ووصفع بالتغير). اهـ.

অর্থ: আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. হতে বলেন, আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছিলাম, তখন বনু হাশেমের কিছু যুবক রাসূলের নিকট আসলো, তাদের দেখে নবীজির চোখে পানি এসে গেলো, তার (চেহারার) রং পরিবর্তিত হয়ে গেলো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল আমরা আপনার চেহারায় এমন কিছু দেখছি যা আমাদের পছন্দ নয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমরা এমন পরিবার যাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে পরিবর্তে আখেরাত নির্বাচন করেছেন। আমার অবর্তমানে আমার পরিবার জুলুম-নিপীড়নের শিকার হবে, অনন্তর পূর্ব দিক হতে কালোপতাকাবাহী এক জাতি আসবে, তারা কল্যাণ চাইবে, কিন্তু তাদেরকে তা প্রদান করা হবে না। ফলে তারা যুদ্ধ করে বিজয়ী হবে, তখন তাদেরকে তাদের কাঙ্খিত বস্তু প্রদান করা হবে, কিন্তু তারা তা গ্রহণ না করে আমার পরিবারের একজনের নিকট তা অর্পন করবে। সে জুলুম-অত্যাচারে ভরা দুনিয়াকে আদল-ইনসাফ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবে।

সুতরাং তোমাদের কেউ তার যমানা পেলে সে যেন বরফে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তার নিকট আসে।59

হাদিসের মান: ইমাম আহমদ ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হাদিসটিকে যয়ীফ বলেছেন। ইমাম ইবনে কাসীর হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। এই মতভেদের কারণ হলো, এই হাদিসের একজন রাবী ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ বিতর্কিত, অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ তাকে যয়ীফ বলেছেন। কেউ কেউ ছিকাহ-নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তবে এধরণের রাবীদের বর্ণণা নি:সন্দেহে অন্য হাদিসের শাহেদ-সমর্থক হতে পারে। এজন্যই শায়েখ আলবানী রহ. এই হাদিসটিকে সাওবান রাযি. হতে বর্ণিত হাদিসের শাহেদ-সমর্থক গণ্য করেছেন এবং এই হাদিসের সাথে মিলে তা শক্তিশালী হওয়ার কারণে তাকে হাসান বলেছেন।60

---

[59] : -সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪০৮২

[60] : আযযুয়াফা, ইমাম উকাইলী, ৪/৩৮০-৩৮১; আলবিদায়া ওয়াননিহায়া, ৯/২৭৯; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার টিকা, শায়েখ আওয়ামা, ১/৪৬৪-৪৬৫ সিলসিলাতুস আহাদিসিল যয়ীফাহ, শায়েখ আলবানী, ১/১৯৭

এ হাদিসগুলোর সমার্থবোধক আরেকটি হাদিস

حدثنا حرملة بن يحيى المصري، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، قالا: حدثنا أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي زرعة عمرو بن جابر الحضرمي، عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي». يعني: سلطانه. رواه ابن ماجه (٤٠٨٨)، وقال الحافظ شهاب الدين البوصيري في «مصباح الزجاجة في زوائد سنن ابن ماجه» : (٤ : ٢٠٥) : (هذا إسناد ضعيف لضعف عمرو بن جابر وابن لهيعة).

قال الراقم عفا الله عنه: أما عبد الله بن لهيعة، فقد صرَّح الحافظ في طبقات المدلسين : (ص: ١٤) بأن ضعفه يسير، وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٨ : ١٤) : (وبعض الحفاظ يروي حديثه، ويذكره في الشواهد والاعتبارات، والزهد، والملاحم، لا في الأصول، وبعضهم يبالغ في وهنه، ولا ينبغي إهداره، وتتجنب تلك المناكير، فإنه عدل في نفسه). فظهر بهذا أنه صالح للاعتبار والاستشهاد.

وأما عمرو بن جابر الحضرمي، فقد اختلفوا فيه، ضعَّفه جماعة ووثَّقه آخرون، ولعل القول الفيصل فيه هو ما ذكره أبو حاتم والحافظ ابن حجر: أنه صالح الحديث، فيعتبر حديثه في المتابعات والاستشهاد، قال الحافظ العجلي في معرفة الثقات (٢ : ١٧٣) : (عمرو بن جابر الحضرمي مصرى تابعي ثقة، وكان يغلو في التشيع). وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: (٣ : ٢٥٠) : (قال أبو حاتم: صالح الحديث. وضعفه أبو أحمد بن عدي وغيره). اهـ. وقال الحافظ المغلطائي في إكمال تهذيب الكمال (١٠ : ١٣٨) : وفي رواية الأثرم عن أحمد: ابن لهيعة يروى عنه

أحاديث مناكير. وذكره الساجي، والعقيلي، وأبو العرب في جملة الضعفاء. وقال السعدي: غير ثقة على جهل وحمق ينسب إليه لزيغه. وذكره البرقي في جملة الضعفاء المتشيعين، وكانوا ثقات، وذكره يعقوب بن سفيان في جملة «الثقات». وقال بعد كلام: (هؤلاء - يعني ثقات المصريين الذين ذكرهم إلى عبد العزيز مليل - أوثق من أهل الكوفة، وإن لم يكونوا أوثق فلا يَقِلُّون). اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في بذل الماعون في فضل الطاعون : (ص : ٢٨١) : (حديثه صالح في الشواهد، وإن كان بعضهم قد ضعفه).

অর্থ: "পূর্ব দিক হতে কিছু লোক বের হবে, তারা মাহদির রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে" ।61

হাদিসের মান:- এ হাদিসের দুজন রাবী যয়ীফ, একজন ইবনে লাহিয়াহ, তিনি যয়ীফ হলেও হাফেয ইবনে হাযার বলেন, "তার দূর্বলতা সামান্য"। হাফেয যাহাবী বলেন, কোন কোন মুহাদ্দিস তার হাদিস দুনিয়াবিমুখীতা, ভবিষ্যত-যুদ্ধবিগ্রহ এবং মুতাবি' ও শাহেদের ক্ষেত্রে গ্রহণ করেন, কিন্তু কেউ কেউ এসব ক্ষেত্রেও গ্রহণ করেন না। এটা ঠিক নয়, কেননা তিনি বাস্তবে আদেল-সত্যবাদী। (তার লিখিত হাদিসের কিতাব-নোট পুড়ে যাওয়ার কারণে তার বর্ণিত অনেক হাদিসে সমস্যা হয়েছে।)62

অপরজন আবু যুরআ আমর বিন জাবের, তিনি বিতর্কিত রাবী, ইমাম আহমদ, নাসায়ী, সাজী, উকাইলী, আবুল আরব, ইবনে আদী, ইবনে হিব্বান ও দারাকুতনী তাকে যয়ীফ বলেছেন, কিন্তু ইয়াকুব বিন শাইবা (মৃত্যু: ২৭৭ হি.) বারকী ও ইযলী তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আর আবু হাতেম রাযী বলেন, তিনি صالح الحديث অর্থাৎ তার হাদিস অন্য

[61] : সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪০৮৮

[62] : তবাকাতুল মুদাল্লিসিন, হাফেয ইবনে হাযার, পৃ: ১৪ সিয়ারু আলামীন নুবালা, ১৫/১১

হাদিসের সমর্থক হওয়ার যোগ্য। হাফেয ইবনে হাযার রহ. বলেন, কেউ কেউ তাকে যয়ীফ বললেও তার হাদিস অন্য হাদিসের সমর্থক হওয়ার যোগ্য।[63]

[63] : -মিযানুল ইতিদাল, যাহাবী, ৩/২৫০; মা'রিফাতুছ ছিকাত, হাফেয ইজলী, ২/১৭৩; ইকমালু তাহযীবিল কামাল, হাফেয মুগলতায়ী, ১০/১৩৮; বাজলুল মাউন, হাফেয ইবনে হাযার, পৃ: ২৮১